এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭

বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ
শিক্ষায় প্রাণের উজ্জীবন

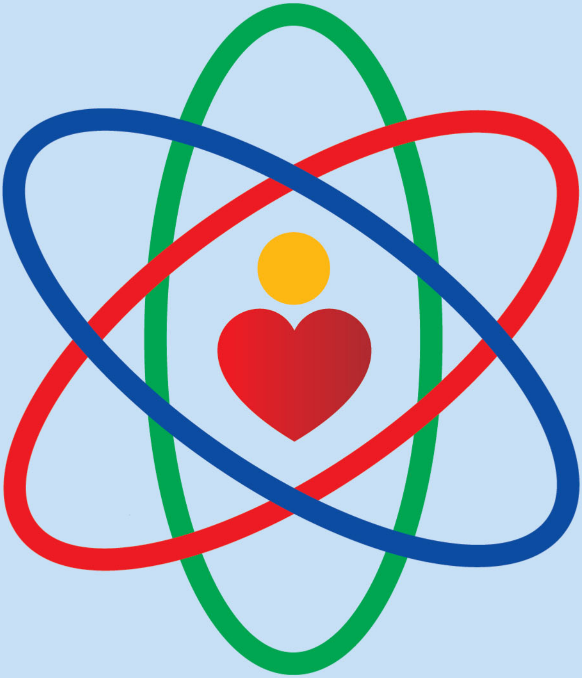

সারসংক্ষেপ

প্রকাশনায়
গণসাক্ষরতা অভিযান

www.campebd.org

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭

বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

শিক্ষায় প্রাণের উজ্জীবন

মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

মনজুর আহমদ
মো: আবুল কালাম
এবং
শেখ শাহানা শিমু
রিফ্‌ফাত জাহান নাহ্‌রীন
নাফিসা আনোয়ার
মিতুল দত্ত
সাবিরা সুলতানা
নাশিদা আহমেদ
মো: সাইদুর নুর সালিন
কে. এম. এনামুল হক

এপ্রিল ২০১৮

প্রকাশ ও সমন্বয়ে
গণসাক্ষরতা অভিযান

UKaid
from the British people

সহযোগিতায়
ডিএফআইডি, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১৮

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
নিত্ত চন্দ্র

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-৪৫১৩-১

যোগাযোগের ঠিকানা
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২, ইমেইল: info@campebd.org
www.campebd.org
www.facebook.com/compebd
www.twitter.com/campebd

মুদ্রণে
দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৩৪৬০৭৮, মোবা: ০১৭১৪-৩৮৮৮৫৪৩

প্রাক-কথা

স্যার ফজলে হাসান আবেদ
সভাপতি, এডুকেশন ওয়াচ

বিবেকবান মানুষ হিসেবে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলাই যে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বপ্রধান উদ্বেগের বিষয় সে সম্বন্ধে দ্বিমতের সম্ভাবনা সামান্যই। একটি দিকনির্দেশক নৈতিক কম্পাস তরুণদের জীবনের পথপ্রদর্শক হবে তাই কাম্য। সংগত কারণেই আমরা শিক্ষার গুণগত মান - কী দক্ষতা ও যোগ্যতা শিক্ষার্থী অর্জন করবে - তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই দক্ষতার মধ্যে থাকতে হবে নৈতিক বিকল্প বেছে নেওয়ার জন্য বিবেচনা ও যুক্তি প্রয়োগের সক্ষমতা।

স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত্তিমূলক মূলনীতির লক্ষ্য ন্যায়ভিত্তিক প্রগতিশীল একটি সমাজ গঠন, যে সমাজ মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখবে। এই সমাজে ঐক্যের মধ্যে মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয় ও বৈচিত্র্যকে সানন্দে গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই লক্ষ্যের স্তম্ভ হিসেবে প্রোথিত।

স্টিফেন হকিং শুধু দৃঢ় মনোবল ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সহায়তায় বাকশক্তি ও শরীর সঞ্চালন ক্ষমতা হারিয়েও সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগত ১৪ মার্চ তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর কথা, আমরা সবচেয়ে বিপদজ্জনক সময়ে বাস করছি। এই প্রথম মানুষ আমাদের গ্রহটি ধ্বংস করতে পারে - কোনো আনবিক মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে নয় - দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধরনে প্রকৃতির নাজুক ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। মানুষে ও প্রকৃতিতে ঐকতান এবং মানুষে মানুষে ঐক্য তাই পৃথিবীর ও মানবজাতির জীবন-মরণের প্রশ্ন। (হকিং, “এই গ্রহের জন্য সবচেয়ে বিপদের সময়”, *Guardian*, ১ ডিসেম্বর, ২০১৬)।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে। জন্মলগ্নের মূলনীতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ঘোষিত হওয়া জরুরি। কারণ, মধ্য আয়ের দেশ বা ভবিষ্যতের উন্নত দেশের আসল মাপকাঠি শুধু মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বা মাথাপিছু আয় নয়। বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের হতে হবে রূপান্তরিত মানুষ - আরও দক্ষ, আরও যোগ্য, দৃঢ় লক্ষ্যসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান, যারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করবে এবং সমাজ ও পৃথিবীকে করবে সমৃদ্ধতর। বর্তমান সহস্রাব্দ-উত্তর প্রজন্ম যারা এখন বিদ্যালয়ে তাদেরকে বৈশ্বিক জগত সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। মানবসমাজের অস্তিত্বের বৈচিত্র্য ও মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয়কে গ্রহণ ও সম্মান করতে হবে। এই মূলমন্ত্র উপলব্ধি না করা বা অস্বীকার করা আজকের পৃথিবীর অনেক সংঘাত, সহিংসতা এবং ট্র্যাজেডির উৎস।

অনুসন্ধানী গবেষণা

“বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ: শিক্ষায় প্রাণের উজ্জীবন” এই অনুসন্ধানী গবেষণাটির লক্ষ্য হচ্ছে: (ক) নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সদাচরণের বিকাশ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উপাদানে - বিশেষত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই, শিক্ষক প্রস্তুতি ও কাজ, শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম, বিদ্যালয় সংস্কৃতি এবং শিক্ষার্থীর অর্জনে – কীভাবে প্রতিফলিত হয় তা

পর্যালোচনা করা এবং (খ) শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রসারে করণীয় সম্বন্ধে সুপারিশ করা। প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর ও সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষায় গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

শিক্ষায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে গবেষণায় তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বিষয়ে এই গবেষণা মৌলিক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। মূল্যবোধের তত্ত্বগত ও ধারণাগত রূপান্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের নয়টি ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণী কাঠামো হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষক দল দেখিয়েছেন, বিশ্বাস থেকে যুক্তির পথে বিবর্তন, যা তিনশতক আগে এনলাইটেনমেন্টের যুগে সূচিত হয়েছিল, তা একুশ শতকের প্রত্যুষে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এই বৈশ্বিক দৃশ্যপট আমদের জাতীয় মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলেছে এবং বাংলাদেশে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে জটিলতর করে তুলেছে।

একটা আদর্শিক প্রত্যাশা হচ্ছে, বিদ্যালয়ই নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আয়ত্ত করা ও চর্চার যথার্থ স্থান। আসলে বাস্তবতা আরও সমস্যা- সংকুল। গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বিদ্যালয় কী করতে পারে বা পারে না, তার সীমারেখা বৃহত্তর সমাজ নানা শর্ত দিয়ে টেনে দেয়।

বহুল আলোচিত ক্ষীয়মান মূল্যবোধ

গবেষণায় বার বার একটি ধারণা উঠে এসেছে – সমাজে, পরিবারে ও কমিউনিটিতে নীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে নতুন প্রজন্মে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠন বড় রকম বাধার মুখে পড়েছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমেও একই ধারণার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় – নৈতিকতার বিলুপ্তি এবং আচরণের দিকনির্দেশক কম্পাসের অভাব। কিন্তু এই কারণে বিদ্যালয় কি তার দায়িত্ব এড়াতে পারে? গবেষণার উপসংহারে সমস্যার গভীরতা অগ্রাহ্য না করেও একটা আশার আলো দেখানো হয়েছে।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় কমিটির সদস্য এবং মাতা-পিতার এক মূল্যবোধ পরিলেখ (values profile) তৈরি করা গবেষণার একটি সৃজনশীল দিক। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাব্যবস্থার অংশীজনদের মূল্যবোধের অবস্থান সম্বন্ধে একটি ধারণা লাভ করা। তা থেকে নৈতিক ও মূল্যবোধ গঠনের সমস্যা সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন সম্ভব হবে সেই প্রত্যাশা।

উপলব্ধির দ্বন্দ্বের (cognitive dissonance) ব্যাপক উপস্থিতি - অর্থাৎ জেনে বা না জেনে স্ববিরোধী বিশ্বাস ও মনোভাব পোষণ করা - গবেষণার একটি লব্ধফল। অর্ধশতাব্দী আগে উপলব্ধির দ্বন্দ্ব বিষয়ে তত্ত্বের প্রবক্তা লিওন ফেসটিনজার (Leon Festinger) বলেছেন, মানসিক স্বস্তির জায়গা খুঁজতে গিয়ে, অথবা সুবিধাবাদী চিন্তা বা অনৈতিক আচরণের জন্যে যুক্তি দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে মানুষ একই সঙ্গে স্ববিরোধী ধারণা মেনে নেয় বা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। মূল্যবোধ জরিপে স্ববিরোধী উপলব্ধির অনেকগুলো নমুনা উঠে এসেছে।

স্ববিরোধী উপলব্ধি মোকাবেলা করা যে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা তা এ পর্যন্ত স্বীকার করা হয়নি। নৈতিক দ্বন্দ্বের অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হতে পারি, যেখানে নৈতিক বিচার ও বিবেচনা প্রয়োগ করতে হয় এবং প্রয়োজন মতো নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। নৈতিক আদর্শ মেনে চলতে হলে উপলব্ধির স্ববিরোধিতার কারণ ও

ফলাফল বুঝতে হবে। এগুলোকে বুঝে শুনে চিহ্নিত করতে হবে এবং সঠিক করণীয় সম্বন্ধে নিজেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অনুদার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান

রাষ্টের ভূমিকা এই পর্যালোচনার বিষয়বস্তু ছিল না। কিন্তু নির্দিষ্ট দলীয় আলোচনা (FGD) ও মূল্যবোধ জরিপে শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ও কৌশল নির্ধারণে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভূমিকা বারে বারে উঠে এসেছে। আমাদের অতি কেন্দ্রায়িত ও একত্ববাদী (unitary) রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই ভূমিকা অত্যন্ত প্রভাবশালী। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব সহস্রাব্দ-উত্তর প্রজন্মের নৈতিক ও মূল্যবোধের চেতনার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এই সব প্রভাবের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং মধ্যবিত্তের দ্রুত প্রসার। একই সঙ্গে আছে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রবণতা - কর্তৃত্ববাদী বা অনুদার গণতন্ত্রের উত্থান এবং রাজনীতিতে ধর্মের বর্ধমান প্রভাব।

গবেষণায় দেখা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে উপলব্ধি বা বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এসবের প্রকাশ দৃশ্যমান জাতীয় সংবিধানে একই সঙ্গে ইসলাম ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার সংযোজন। রয়েছে নৃ-গোষ্ঠী ও অন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদায় দ্বিচারিতা, আরও আছে নারীদের প্রতি বৈষম্য দূর করার আন্তর্জাতিক কনভেশনের কিছু ধারায় আপত্তি ও নারীর সমভূমিকার ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা। আছে শিক্ষার একটি সমান্তরাল ধারা হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় সরকারের আর্থিক সংস্থান, কওমী ধারাকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং এ ব্যাপারে স্পষ্ট লক্ষ্য বা কৌশল নির্ধারণে অনীহা। এই সব স্ববিরোধিতা ও অমীমাংসিত প্রশ্ন নৈতিকতা ও মূল্যবোধ নিয়ে করণীয় কী এবং কীভাবে - তা নিয়ে দ্বিধা সৃষ্টি করে।

সুপারিশ – একসূত্রে গাঁথা - যুক্তিনির্ভরতা, মানব মর্যাদা এবং বিদ্যালয় ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

চার শিরোনামে ষোলোটি সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্র হচ্ছে – শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতি, বিদ্যালয়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও মূল্যবোধ পরিলেখের তাৎপর্য।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ নিয়ে প্রধান সুপারিশ – নির্দেশ প্রদান ও সবকিছু বলে দেওয়ার ধারা থেকে সরে গিয়ে বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতায় বিচার ও যুক্তি প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। আরেকটি সুপারিশ হচ্ছে – প্রধান সব ধর্মের সারকথা নিয়ে সব শিক্ষার্থীর জন্য একটি বিষয় প্রবর্তন করা, যাতে সাধারণ মানবিক মূল্যবোধে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আলাদাভাবে প্রত্যেক ধর্মের শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন পাঠ্যবই রচনার দরকার নেই, যা বিভাজন ও প্রভেদের অনুভূতি তৈরি করে। ধর্মের আচার ও রীতি শেখানোর ব্যাপারটি পরিবারের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতি নিয়ে বলা হয়েছে – বিদ্যালয় ও মা-বাবার মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় করা দরকার। এই যোগাযোগ হবে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিশুদের

মূল্যবোধ শিক্ষায় সহযোগী হওয়ার বিষয়ে। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমেও গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা এবং আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা পরিহার করার শিক্ষা অতি অল্প বয়সে থেকে শুরু করা দরকার, পরিবার ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো, পরিবেশ ও এর রক্ষণাবেক্ষণ এমন হবে যেন তা সমাজের (কমিউনিটির) জন্য হবে একটি গর্বের স্থান।

শিক্ষার সামাজিক পরিবেশের আলোচনায় মেনে নেওয়া হচ্ছে যে, বৃহত্তর সমাজ বিদ্যালয়ের কর্মপরিধিকে সীমিত করে দেয়। বৃহত্তর সমাজের নৈতিক অবক্ষয় বিদ্যালয়ের জন্য অপরিসীম বাধা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে প্রধান কাজ হবে সমাজে যাঁরাই এ ব্যাপারে সহায়কের ভূমিকা নিতে পারবেন তাঁদের সকলের জোট বাঁধা (alliance building) এবং শিক্ষকের শিক্ষার্থীর জন্য অনুকরণীয় চরিত্রের (role model) ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এজন্য শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং তাঁদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্ভাবনী চিন্তার (out of box thinking) প্রয়োজন – যেমন 'নতুন ধরনের শিক্ষকের' এক দেশব্যাপী বাহিনী তৈরি হতে পারে। বিষয়টির বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় এবং কাজের ব্যাপকতার কথা ভেবে প্রথা বহির্ভূত উদ্যোগ নিতে হবে। গবেষণা প্রতিবেদনে দশ বছরের চার ধাপের একটি কার্যক্রমের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন শিক্ষক প্রজন্মকে মানসিক ও জ্ঞানগত দিক থেকে শিক্ষকতা পেশার জন্য তৈরির স্থায়ী কর্মসূচি নিতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষে ডিগ্রি কলেজে এ কর্মসূচি সূচনা হবে। এ কর্মসূচি থেকে উত্তীর্ণদের নিয়ে যথার্থ মর্যাদা ও পারিতোষিকসহ একটি জাতীয় শিক্ষাসেবা কোর (National Teaching Service Corps) গঠন করতে হবে।

মূল্যবোধ পরিলেখের তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য হচ্ছে - বিদ্যালয়ের সংস্কৃতির মাধ্যমে নৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ও উপলব্ধির স্ববিরোধিতা জানার ও বোঝার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রেণির কাজ ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখবে। নিজের নৈতিক দায়িত্ব পরিহারের অজুহাত তৈরি করা যাবে না।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা বিপুল সংখ্যায় নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টায় যুক্ত হওয়ার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছে। তরুণদের আদর্শবাদিতা বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুযোগের বাতায়ন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিভাবক ও স্থানীয় জনপদের সহযোগিতায় তরুণদের জন্য নৈকিতার চর্চা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের এক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হবে।

শিক্ষকরা কীভাবে আদর্শ চরিত্র হতে পারেন

সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশের হতাশার আবহে শিক্ষকদের সম্ভাব্য ভূমিকা আশার বার্তা দেয়। ব্যক্তি হিসাবে ও সামষ্টিকভাবে শিক্ষকদের দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা এবং মূল্যবোধের অবস্থান অনেকাংশে স্থির করে দেয় বিদ্যালয় কী করতে পারে। গবেষণার উপসংহারে ও সুপারিশে শিক্ষকদের ভূমিকা বারে বারে উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের সমাপ্তি বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে দেশে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন দশ লাখ মানুষ। এই সংখ্যা এক দশকে অন্তত দ্বিগুণ হবে। এরা প্রত্যেকে শ্রেণিকক্ষে এবং তার বাইরে অসংখ্য শিক্ষার্থীর জীবন স্পর্শ করছেন নানাভাবে। এই

শিক্ষকদের পাঁচজনের একজনও যদি তাঁদের পেশাগত অঙ্গীকার, প্রেরণা ও চারিত্রিক বলে শিক্ষার্থীদের কাছে অনুকরণীয় চরিত্র হতে পারেন, তা হলে দেশব্যাপী একটি পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা পাথরের অক্ষরে লেখা নেই। এই সব বাধার সীমা শিক্ষকদের প্রেরণা, সংকল্প ও নৈতিক শক্তিতে অতিক্রম করা সম্ভব। শিক্ষক, বিদ্যালয় কমিটির সদস্য ও স্থানীয় নেতৃত্বের সম্মিলিত চেষ্টায় তা হবে সহজতর।

আমাদের বিশ্বাস এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭ গবেষণার ক্ষেত্রে এবং নতুন প্রজন্মের জন্য নৈতিকতা ও মূল্যবোধে নিহিত শিক্ষার প্রাণকে উজ্জীবিত করায় বিশেষ অবদান রাখবে।

এপ্রিল ২০১৮

ঢাকা।

১. পটভূমি, উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

“শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা” এই বিষয়বস্তুকে এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭ গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গবেষণায় ১৯৯৯ সাল থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার নানা বিষয়ে ‘কী এবং কীভাবে’ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এবারের এই ষোড়শ এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদনে ‘কেন শিক্ষা’ এ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষার, অভীষ্ট ও এর সত্যিকারের চেতনা শিশুদের লালনপালনে প্রতিফলিত হবে এবং শিশুরা তাদের জীবনে চলার পথ নির্দেশনার জন্য একটি নৈতিক আবহের মধ্যে বেড়ে উঠবে – তাই এই গবেষণার প্রতিপাদ্য।

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বে সবার জন্য ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও সমৃদ্ধিও সঙ্গে বসবাস এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ধরিত্রীকে রক্ষা করা মানবজাতির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভিত্তিমূলক মূলনীতির লক্ষ্য ন্যায়ভিত্তিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠন। সেই সমাজে মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত থাকবে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয় সানন্দে গৃহীত হবে। প্রগতি ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই দ্বৈত লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ অবদান রাখাই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য কাজ। এসডিজি৪ এর লক্ষ্য ৭ বা এডুকেশন ২০৩০ এজেন্ডা বিশ্ব নাগরিকত্ব ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এইসব লক্ষ্য পূরণে জ্ঞান, দক্ষতা এবং যথাযথ মানসিকতা ও আচরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপাদান শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষাক্রম ও শিখনবিষয়, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন। নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ গঠনে একটি সামাজিক সত্তা হিসেবে বিদ্যালয়ের এসব উপাদানের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের কার্যকক্রমকে নিম্নোক্ত শিরোনামে গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে:

- শিক্ষাক্রম, শিখনবিষয় ও পাঠ্যপুস্তক;
- শিক্ষক-প্রস্তুতি, পেশাগত উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কৃতী;
- শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি, শ্রেণির কাজ এবং শিক্ষার্থীর শিখন;
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম;
- বিদ্যালয়-কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক প্রত্যাশা এবং
- শিক্ষার্থীদের ভাবনা ও প্রত্যাশা।

গবেষণার উদ্দেশ্য

শিশু-কিশোরদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা বিদ্যালয়ের প্রধান অভীষ্ট হিসাবে সামনে রেখে এডুকেশন ওয়াচ ২০১৭ গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ প্রস্তাব করা হয়:

(ক) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রস্তুতি ও শিক্ষকদের কৃতী, শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম, বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতি, শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশে কীভাবে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও নৈতিক চরিত্রগঠন প্রতিফলিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা; এবং

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কী করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সুপারিশ করা।

এই গবেষণা প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সমমানের মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গবেষণার প্রধান প্রশ্নসমূহ

গবেষণার উদ্দেশ্যের আলোকে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজা হয়েছে:

১. শিক্ষাক্রমে কী ভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা সংজ্ঞায়িত হয়েছে? শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার কোন বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়গুলো কীভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত হয়েছে?

২. শিক্ষকের প্রস্তুতি, পেশাগত উন্নয়ন, কৃতিত্বের মানদণ্ডে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়গুলো কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? শিক্ষকরা নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষায় নিজেদের ভূমিকাকে কীভাবে দেখেন?

৩. শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি ও শ্রেণির কার্যক্রমে কীভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য যা প্রয়োজন তা বিবেচনায় নেওয়া হয়?

৪. বিদ্যালয়ের সুযোগসুবিধাদি, পরিবেশ ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে কীভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয় বিবেচিত হয়?

৫. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার কোন বিষয়গুলো কীভাবে বিদ্যালয়, কমিউনিটি ও শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়? নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে মা-বাবা ও কমিউনিটি প্রতিনিধিদের ভাবনা ও প্রত্যাশা কী?

৬. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষর্থীদের ধারণা ও প্রত্যাশা কী?

৭. ১০-১২ বছর ও ১৫-১৭ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের মূল্যবোধ ও নৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে কী বলা যেতে পারে?

৮. শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কী পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে?

নমুনায়ন

এটি গুণগত গবেষণা চরিত্রের। পরিসংখ্যানের দিক থেকে প্রতিনিধিত্বশীল নমুনার মাধ্যমে জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক পর্যায়ের হিসাব তুলে ধরা এই গবেষণার উদ্দেশ্য নয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি এক্ষেত্রে গুণগত তথ্যের পরিপুরক হতে পারে। এই আবশ্যকতাকে বিবেচনায় নিয়ে এ গবেষণায় নিম্নোক্ত নমুনায়ন অনুসরণ করা হয়েছে (ছক ০.১)।

ছক ০.১.

নমুনাভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের বিন্যাস

নমুনা আইটেম	বিবরণ	উদ্দেশ্য
সরকারি ব্যবস্থাধীন প্রাথমিক পর্যায়ের ৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৮ বিভাগ থেকে শহরাঞ্চলের ৮টি ও গ্রামাঞ্চলের ২০টি বিদ্যালয় এবং ৪টি ইবতেদায়ি মাদ্রাসা নির্বাচন করা হয়	গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাধারণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্থান, সুযোগসুবিধাদি ও শিখন পরিবেশ সম্পর্কে এবং এগুলো কীভাবে নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষাকে প্রভাবিত করে এসব তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ করা।
সরকারি ব্যবস্থাধীন মাধ্যমিক পর্যায়ের ৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৮ বিভাগ থেকে শহরাঞ্চলের ৮টি ও গ্রামাঞ্চলের ২০টি বিদ্যালয় এবং ৪টি আলিয়া মাদ্রাসা নির্বাচন করা হয়	ঐ
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০টি শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ	নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ৮টি প্রাথমিক ও ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের এবং ২টি ইবতেদায়ি ও ২টি আলিয়া মাদ্রাসা পর্যায়ের শ্রেণিকক্ষ নির্বাচন করা হয়	শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা কার্যক্রম/চর্চায় কীভাবে নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয় তা বোঝা।
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০টি শিক্ষার্থী এফজিডি গ্রুপ	৮ বিভাগ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে ১০ জন শিক্ষার্থীর প্রতিটি গ্রুপ নির্বাচন করা হয়	নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ও প্রত্যাশা নিরূপণ করা।
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০টি শিক্ষক এফজিডি গ্রুপ	৮ বিভাগ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে ৮ জন শিক্ষকের প্রতিটি গ্রুপ নির্বাচন করা হয়	নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ও প্রত্যাশা নিরূপণ করা।
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০টি অভিভাবক/এসএমসি সদস্যের এফজিডি গ্রুপ	৮ বিভাগ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গড়ে ১০ জন অভিভাবক/এসএমসি সদস্যের প্রতিটি গ্রুপ নির্বাচন করা হয়	নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা ও প্রত্যাশা নিরূপণ করা।

৬৪০ জন প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী, ৬৪০ জন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ১২০ জন শিক্ষার্থী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পর্যায়ের ৫৭৬ শিক্ষক এবং ১২৮০ জন অভিভাবক/ এসএমসি সদস্য	প্রতিটি নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণির ২০জন ও ১০ম শ্রেণির ২০জন শিক্ষার্থী (শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়), ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ এসোসিয়েশন (একটি শিক্ষার্থী/ শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ) কর্তৃক আমন্ত্রিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ১২০ জন শিক্ষার্থী; শিক্ষক, অভিভাবক/এসএমসি সদস্যদেরকে স্বেচ্ছায় মূল্যবোধ জরিপে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়	মূল্যবোধ জরিপে বিভিন্ন গ্রুপের উত্তর জানা: মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক এবং অভিভাবক/ এসএমসি সদস্য সবার জন্য ৪৭টি আইটেমের জরিপপত্র; প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ভাষায় ২৫টি আইটেম।

এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদনসমূহের প্রকৃতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ ও এর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গবেষণালব্ধ ফল এই প্রতিবেদনে ও উপসংহারে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠন সম্পর্কিত সুপারিশসমূহও প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য নতুন এই বিষয়ের উপর অনুসন্ধানমূলক গবেষণার এই প্রতিবেদনে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ কাঠামোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, বিশেষ করে এসডিজি৪-এর লক্ষ্য ৭-এর আলোকে একটি অধ্যায় (অধ্যায় ২) রয়েছে। প্রতিবেদনটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এসব অধ্যায়গুলোর আগে রয়েছে প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ও পরে বিভিন্ন সংযুক্তি।

২. নৈতিকতা-মূল্যবোধ ও শিক্ষার বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশ উভয় পরিপ্রেক্ষিতে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায় নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত গবেষণা, পর্যালোচনা ও পুস্তকাদির আলোকে রচিত।

এই অধ্যায়ে পর্যালোচিত প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নৈতিকার উৎস হিসাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভূমিকা, উৎস হিসাবে ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে যুক্তির পথে বিবর্তন এবং নৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব। আর আছে বিশ্ব মূল্যবোধ জরিপের যুক্তিগ্রাহ্যতা, উপলব্ধির দ্বন্দ্ব (cognitive dissonance) তত্ত্ব এবং মানবাধিকার ও মর্যাদার মান প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের উদ্যোগ। নির্বাচিত কয়েকটি দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার উদ্যোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষা এবং এসবের চর্চার বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতও একই সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক এবং বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে এই গবেষণার জন্য একটা বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যেখানে নিম্নোক্ত নয়টি ক্ষেত্র (domain) স্থান পেয়েছে। নিম্নে দ্রষ্টব্য এসব ক্ষেত্রের ভিত্তিতে তৈরি বিশ্লেষণ

কাঠামো, উপসংহার ও সুপারিশে নৈতিকতা-মূল্যবোধ উন্নয়নের একটি নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের শেষ অধ্যায়ে গবেষণার উপসংহার ও সুপারিশ অংশে উল্লিখিত এই পথনির্দেশ সমাজ পরিবর্তনের একটি ব্যাখ্যা (theory of change) হিসাবে দেখা যেতে পারে।

৩. নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ (domain) ও বিশ্লেষণ কাঠামো

নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষায় বিদ্যালয় ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান নিরীক্ষণের জন্য নৈতিকতা-মূল্যবোধের বিভিন্ন ক্ষেত্র (ডোমেইন) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি।

নৈতিকতা-মূল্যবোধ উন্নয়নের তত্ত্ব, যেমন কোলবার্গ (Lawrence Kohlberg) প্রস্তাব করেছেন এবং বিশ্ব মূল্যবোধ জরিপের ভিত্তি পর্যালোচনা নৈতিকতা-মূল্যবোধ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর শ্রেণিবিন্যাসে সহায়ক হয়েছে। এগুলো কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত হতে পারে সে ধারণাও পাওয়া গেছে। বিভিন্ন সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এবং একই সঙ্গে ইতিহাস ও প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের পর্যালোচনা গবেষণার মূল বিষয় নির্দিষ্টকরণে এবং নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার ক্ষেত্র চিহ্নিত করায় সহায়ক হয়েছে (দ্বিতীয় অধ্যায় দেখুন)।

বিভিন্ন বিষয়সমূহকে যৌক্তিকভাবে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমানুসারে স্থাপনের প্রয়াসে গবেষক দল একটি সামাজিক গতিশীলতার (social dynamics) পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করে। পরিবারে বেড়ে ওঠার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মসচেতনতা, আত্মপরিচয়, মৌলিক বিশ্বাস এবং সমাজ ও পৃথিবীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। এরপর ব্যক্তি অন্যদের সঙ্গে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় জড়িত হয়। অধিকন্তু, প্রায় বিশ্বজনীনভাবে গৃহীত নীতি ও আচরণের মানদণ্ড মানুষের আচরণ ও কাজের নির্দেশক হিসাবে কাজ করে। এসব বিবেচনায় রেখে নৈতিকতা-মূল্যবোধসম্পর্কিত নিম্নোক্ত নয়টি ক্ষেত্র প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলোর প্রস্তাবনা বর্তমান গবেষণার একটি মৌলিক অবদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১. ***মানুষ হিসেবে নৈতিকতা-মূল্যবোধ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও বিশ্বাস:*** এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত বিষয়াদি এর প্রকৃতি ব্যাখ্যায় সাহায্য করে: উদ্দেশ্যসম্পন্ন জীবন; আধ্যাত্মিকতা ও মানুষের জাগতিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা; জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব; ব্যক্তিগত আচার-আচরণে সত্যনিষ্ঠা; মর্যাদাবান হওয়া ও আচরণে অকপট হওয়া; আত্মসম্মানবোধ, অন্যের প্রতি সমবেদনা ও তাদের আবেগ-অনুভূতিতে সহমর্মিতা; সব কাজের মান রক্ষা (যে কোনো কাজ করতে হলে তা ভালভাবে করতে হবে); সৃজনশীল, শৈল্পিক ও নান্দনিক বিষয়ে উৎসাহ ও অংশগ্রহণ এবং পক্ষপাতহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের প্রতি অঙ্গীকার। *এই ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও উপলব্ধির ক্ষেত্র অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোকে কীভাবে দেখা ও আত্মস্থ করা হয় তাকে প্রভাবিত করে। তাই এই ক্ষেত্রকে সব নৈতিকতা-মূল্যবোধের ভিত্তি বা শিকড় হিসাবে দেখা যেতে পারে।*

২. ***আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক:*** ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভিন্নতা গ্রহণ করা; সবার মানবাধিকার ও মর্যাদায় বিশ্বাস; পারস্পরিক যোগাযোগে সহমর্মিতা প্রকাশ।

৩. ***কমিউনিটি, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব:*** নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া; আইন মেনে চলা; কমিউনিটি, সম্প্রদায়, সমাজ, জাতীয়তা ও রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ সমুন্নত রাখা; সমাজে বৈচিত্র্য ও মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতাকে সমুন্নত রাখা; দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা এবং জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব ও বাস্তব মূল্যায়ন।

৪. ***মানবতার অংশ হিসেবে বিশ্ব-নাগরিকের দায়িত্ব:*** সকলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান; সবার মানবাধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা; সাধারণ মানবিক মূল্যবোধ ও রীতির প্রতি সম্মান ও বিশ্বাস; আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি গ্রহণ করা এবং পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় সংকটাপন্ন ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহায়ক হওয়া।

৫. ***ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ:*** ন্যায়পরায়ণতা, সমতা ও অন্তর্ভুক্তিতা; ধর্মীয় বিশ্বাস, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, বক্তব্য ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা; আইনের শাসন; গণতান্ত্রিক চর্চা ও আচরণ সমুন্নত রাখা; সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার ও প্রয়োজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

৬. **পরিবেশ ও পৃথিবী সংরক্ষণ:** প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা; পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ; বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা; টেকসই উন্নয়নের উপযোগী জীবন-যাপন; জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধ।

৭. **নারী-পুরুষ সম্পর্কে ন্যায্যতা ও সমতা:** জেন্ডার সম্পর্কে বৈষম্যহীনতা; নারী-পুরুষ সম্পর্কে ন্যায্যতার প্রতিবন্ধকতা ও জেন্ডারভিত্তিক স্বাধীনতা বিলুপ্তি রোধ; ব্যক্তিগত, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায় সমতা; শিল্প, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল বিষয়ে নারী-পুরুষের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব।

৮. **শিশুদের প্রতি মনোভাব ও আচরণ:** শিশুর প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা; শিশুর অধিকারের প্রতি সম্মান; শিশুর সুরক্ষা; শিশুর কথা শোনা এবং শিশু ও বয়স্কদের পারস্পরিক সহায়তামূলক মিথস্ক্রিয়া।

৯. **নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কর্মোদ্যোগ:** নৈতিকতা-মূল্যবোধ বহালে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে সক্রিয় হওয়া, এই উদ্যোগে যোগ দেওয়া এবং এর পক্ষে দাঁড়ানো।

শিক্ষাক্রম ও শিখন বিষয়, শ্রেণিকক্ষের কাজ, বিদ্যালয় পরিবেশ, শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও কাজের মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে নৈতিকতা-মূল্যবোধ কীভাবে প্রতিফলিত হয় তা পরীক্ষা করার জন্য বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরিতে উপরোক্ত ডমেইনগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে নৈতিকতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয় ও উপায় খুঁজে দেখা হয়েছে। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নৈতিক ও মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করা এই বিবেচনায় শিক্ষাসূচি ও শ্রেণিকক্ষের কাজে কোন বিষয়গুলো তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় তা অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৪. প্রধান লব্ধফল

এ গবেষণার বিশ্লেষণ ও লব্ধফল চারটি শিরোনামের অধীনে সন্নিবেশিত হয়েছে:

ক. শিখন বিষয় ও শ্রেণির কাজে নৈতিকতা-মূল্যবোধ;

খ. নৈতিকতা-মূল্যবোধ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও সংস্কৃতি;

গ. বিদ্যালয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত; এবং

ঘ. শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক/বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মূল্যবোধের চিত্র।

এসব বিষয়ের ফলাফল থেকে বের হয়ে আসা উপসংহারসমূহ উপরোক্ত চারটি বিষয়সম্পর্কিত অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রধান উপসংহারগুলো সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পারস্পরিক পরিপূরক চরিত্র স্পষ্ট হয়।

৪.১. শিখন বিষয়ে ও শ্রেণির কাজে নৈতিকতা-মূল্যবোধ

শিক্ষায় নৈতিকতা-মূল্যবোধের বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই পর্যালোচনা করার জন্য একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। বিশ্লেষণ কাঠামো প্রয়োগ করে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলোর বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ সংখ্যা (frequency) নির্ধারণ করা হয়েছে।

চিত্র ০.১ এ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষণক্রমে নৈতিকতা-মূল্যবোধের প্রতিটি ক্ষেত্র কতটা গুরুত্ব পেয়েছে তা দেখানো হয়েছে। মানুষ হিসাবে নৈতিকতা-মূল্যবোধ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের সাধারণ ধারণাগুলোর (ডোমেইন -১) স্পষ্ট আধিপত্য এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষার বিষয়বস্তুতে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো তুলনামূলকভাবে কম প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্র ০.১:
শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রগুলোর বিতরণ

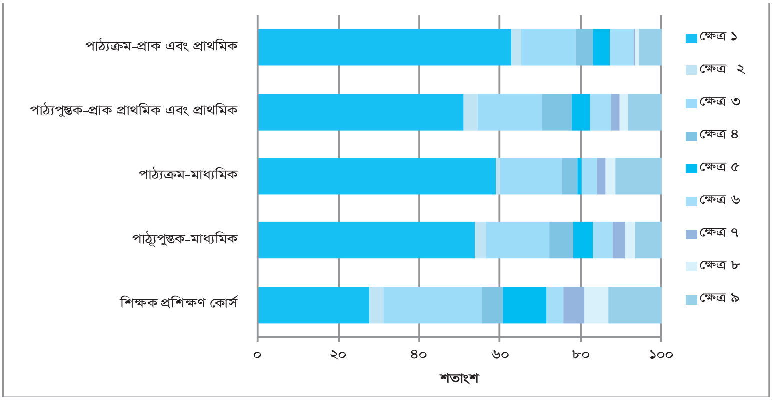

শিক্ষায় নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহ (ডোমেইন)

ক্ষেত্র ১: মানুষ হিসাবে নৈতিকতা-মূল্যবোধ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস
ক্ষেত্র ২: আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক
ক্ষেত্র ৩: কমিউনিটি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব
ক্ষেত্র ৪: মানব সমাজের অংশ হিসাবে বৈশ্বিক নাগরিক দায়িত্ব
ক্ষেত্র ৫: ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ
ক্ষেত্র ৬: পরিবেশ ও পৃথিবী সংরক্ষণ
ক্ষেত্র ৭: জেন্ডার সম্পর্কে ন্যায্যতা, আচরণ ও মনোভাব
ক্ষেত্র ৮: শিশুদের প্রতি আচরণ ও মনোভাব
ক্ষেত্র ৯: নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রয়োগের জন্য কর্মোদ্যোগ

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহের উপ-প্রসঙ্গসমূহ কতবার উল্লিখিত তা দেখানো হয়েছে (ছক ০.২)।

ছক ০.২

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধ বিষয়ক উপ-প্রসঙ্গসমূহের উল্লেখ সংখ্যা ও বিন্যাস

শিক্ষায় নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহ (ডোমেইন):	পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লিখিত উপ-প্রসঙ্গসমূহ	পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রের উপ-প্রসঙ্গসমূহের সর্বাধিক উল্লেখ সংখ্যা ও (শতকরা) প্রকাশ	
ক্ষেত্র ১: মানুষ হিসাবে নৈতিকতা-মূল্যবোধ সম্পর্কিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস	আধ্যাত্মিকতা ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা	৭৯৫	(৫১.৬)
ক্ষেত্র ২: আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক	ভিন্নমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভিন্নতা গ্রহণ করা; সবার মানবাধিকার ও মর্যাদায় বিশ্বাস	৪২	(২.৭)
ক্ষেত্র ৩: কমিউনিটি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব	দেশ ও জাতির প্রতি ভালবাসা এবং জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল্যায়ন	২০৫	(১৩.৩)
ক্ষেত্র ৪: মানব সমাজের অংশ হিসাবে বৈশ্বিক নাগরিক দায়িত্ব	সব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান	৬৯	(৪.৫)
ক্ষেত্র ৫: ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ	গণতান্ত্রিক চর্চা ও আচরণ সমুন্নত রাখা	৪৮	(৩.১)
ক্ষেত্র ৬: পরিবেশ ও পৃথিবী সংরক্ষণ	প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা; গ্রহ/বিশ্বসম্পদের সংরক্ষণ	৮৯	(৫.৮)
ক্ষেত্র ৭: জেন্ডার সম্পর্কে ন্যায্যতা, আচরণ ও মনোভাব	নারী-পুরুষ সম্পর্কে ন্যায্যতা ও সমতা; বৈষম্যহীনতা	৩৪	(২.২)
ক্ষেত্র ৮: শিশুদের প্রতি আচরণ ও মনোভাব	শিশুদের প্রতি সমাজের দায়বদ্ধতা	৪৩	(২.৮)

ক্ষেত্র ৯: নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রয়োগের জন্য কর্মোদ্যোগ	নীতি-নৈতিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ বহালে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে সক্রিয় ও জড়িত হওয়া	২১৫	(১৪.০)
	মোট	১৫৪০	(১০০)

ি

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যবই ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে লব্ধ উপসংহার নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক. শিক্ষাক্রম উন্নয়নকারী ও শিক্ষানীতি নির্ধারণে দায়িত্বপ্রাপ্তরা ধর্ম এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ের (সাধারণত সমাজপাঠ হিসেবে পরিচিত) বিষয়বস্তু নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার মূলবাহন হিসাবে দেখেছেন।

খ. শিখনের সকল বিষয়ের মধ্যে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিশ্বাস (ক্ষেত্র: ১) সবচেয়ে বেশি বার স্থান পেয়েছে। সামাজিক জীবনে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং অনুশীলনের উল্লেখ অপেক্ষাকৃতভাবে কম। সর্বাপেক্ষা কম উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলো জেন্ডার (ক্ষেত্র ৭), আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক (ক্ষেত্র ২) এবং শিশুদের প্রতি মনোভাব (ক্ষেত্র ৮)।

গ. সব ধর্মেই সাধারণভাবে গৃহীত যে সকল ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিকতার উল্লেখ রয়েছে, সে-সব বিষয় বিভিন্ন ধর্মবিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্ব পায়নি। পৃথকভাবে বিভিন্ন ধর্ম অনুসারীদের জন্য ধর্মের পাঠদান বিভেদের ধারণাকে উৎসাহিত করে। এভাবে সব মানুয়ের ঐক্য ও সংহতি এবং সকল ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার চেয়েও ধর্মের পার্থক্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই ধারণাই প্রকাশ পাচ্ছে।

ঘ. ইতিহাস, জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের বিষয়বস্তু, জাতীয় ইতিহাস নিয়ে গর্ব দেশের জন্য গৌরব ও ভালবাসার জায়গা। মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মহান ত্যাগ আমাদের প্রেরণা ও গর্বের উৎস। তথাপি ইতিহাসের তথ্য প্রকৃতরূপে উপলব্ধির জন্য এবং অতীতকে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখার জন্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা প্রয়োজন।

ঙ. ধর্ম এবং সামাজিক বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক (এবং অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকও) পরিমার্জনের মাধ্যমে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমূহের জন্য যথাযথ সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

চ. ভাষা শিক্ষায় বাংলা গল্পে এবং মূলপাঠে নৈতিকতার উদাহরণ এবং সীমিতভাবে নৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনে বিচার প্রয়োগের উল্লেখ আছে। ইংরেজি ভাষার বিষয়বস্তুর মধ্যে এটি বিদ্যমান নেই। এখানে শুধু ভাষা

দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ আছে। এক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের মহান সৃষ্টির উদাহরণ সহজ সংস্করণের সাহায্যেও উপস্থাপন করা হয়নি। এসব সাহিত্যকর্ম পাঠককে নৈতিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সংবেদনশীল করায় সহায়ক।

ছ. শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ক্ষেত্রসমুহ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের তুলনায় খুবই কম উল্লিখিত হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে মূলত শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষার জ্ঞানগত উপাদানের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা-মূল্যবোধ গঠন ও তাদের সামাজিক বা আবেগিক বিকাশ এবং শিক্ষকদের নিজস্ব মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন করে তোলার বিষয়টি অবহেলিত রয়েছে।

জ. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ে বিষয়বস্তুর নির্বাচনে চিন্তা ও যুক্তি প্রয়োগের সুযোগ না দিয়ে পাঠদান প্রক্রিয়ায় নির্দেশনা দান এবং কী করতে হবে বলে দেওয়াতে জোর দেওয়া হয়েছে। এটি আমাদের শিক্ষার সংস্কৃতিতে একটি বহুল আলোচিত এবং স্বীকৃত সমস্যা। বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নৈতিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিচার প্রয়োগের এবং নৈতিক দ্বন্দ্ব শনাক্ত করার সুযোগ কমই থাকে।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয় হিসেবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ে স্থান করে দেওয়া হল প্রথম ধাপ। শিক্ষাক্রমের কার্যকর বাস্তবায়নই হলো শিক্ষাব্যবস্থার আসল চ্যালেঞ্জ। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধির বিকাশ কীভাবে ঘটবে, যা ভবিষ্যতে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তার আচরণের স্বরূপ নির্ধারণ করবে। শিক্ষার এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যালয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

৪.২. নৈতিকতা-মূল্যবোধ এবং বিদ্যালয় পরিবেশ

সাধারণ প্রত্যাশা শিশু প্রধানত বিদ্যালয়েই মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিখবে এবং তার চর্চা করবে। বাস্তবতা আসলে জটিল। বিদ্যালয় কী করতে পারে তার সীমারেখা টেনে দেয় বৃহত্তর সমাজ। বিভিন্ন অংশী জনের সঙ্গে দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion), বিদ্যালয় জরিপ, শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যবোধ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কী ভূমিকা পালন করছে।

বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধা, খেলার মাঠ, শিক্ষার্থীর জন্য সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের সুযোগ, সকলের সমান অধিকার এবং সুস্থ মনোসামাজিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সকল ক্ষেত্রে জরিপকৃত বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান কী রকম তা চিত্র ০.২ – ০.৫ এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র ০.২:

নৈতিকতা- মূল্যবোধ সমুন্নত করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশগত অবস্থা শতকরায় প্রকাশ

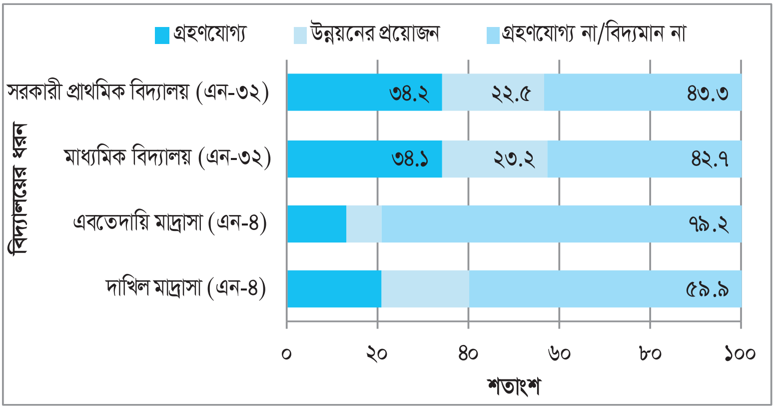

চিত্র ০.৩:

বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের অবস্থা শতকরায় প্রকাশ

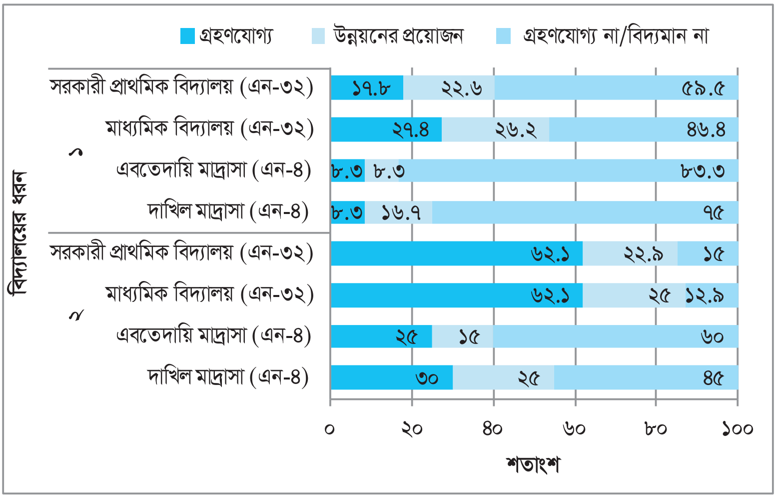

১ - খেলার মাঠ , ২ - সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম

চিত্র ০.৪:
পরিবেশগত সচেতনতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ শতকরায় প্রকাশ

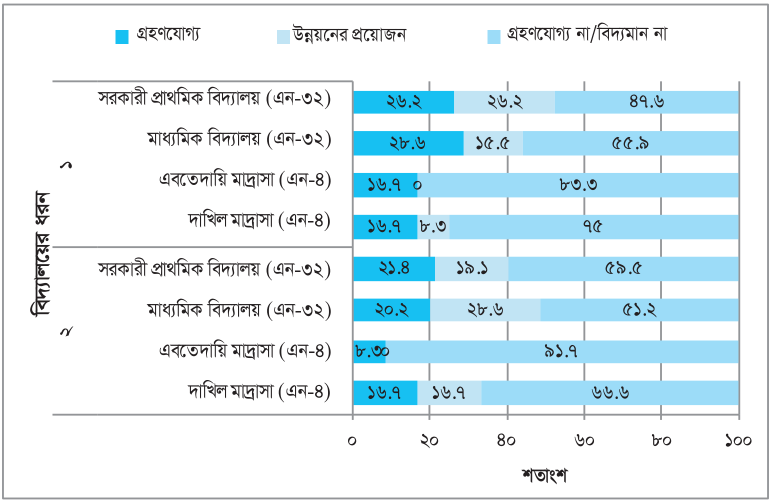

১- পরিবেশগত সচেতনতা, ২ - রক্ষণাবেক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

চিত্র ০.৫:
বিদ্যালয়ে সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশে এবং মনোসামাজিক পরিবেশের অবস্থান শতকরায় প্রকাশ

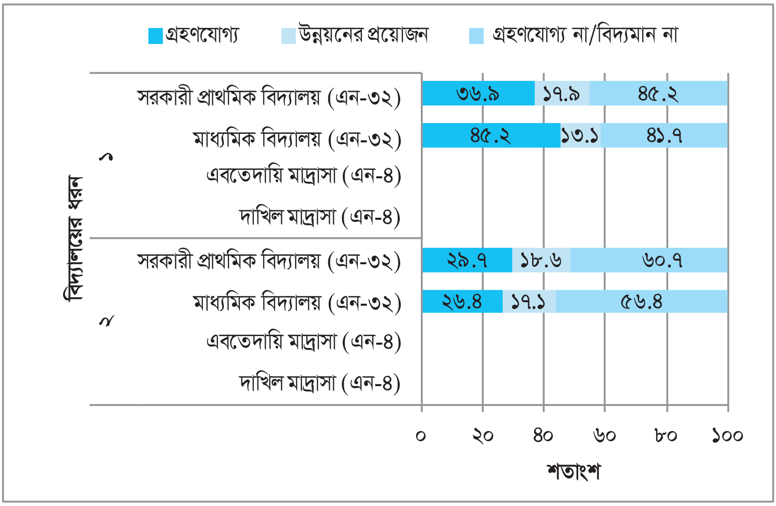

১- সামগ্রিক সামাজিক পরিবেশ ২- মনোসামাজিক পরিবেশ

শ্রেণিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষার ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বিবেচ্য তা নিচে বর্ণনা করা হলো:

ক. শিক্ষার্থীদের শিখন এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভৌতসুবিধাদি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ভূমিকার কথা বিবেচনা করলে বলা যায় যে, জরিপকৃত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে (দুই-তৃতীয়াংশ মূলধারার বিদ্যালয় এবং আশি শতাংশ আলিয়া মাদ্রাসায়) শিখন সহায়ক পরিবেশ বিদ্যমান নয়।

খ. মূল্যবোধ জরিপে দেখা গেছে, শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ৯০ শতাংশ বিদ্যালয় এবং এলাকার ভৌত পরিবেশ সংরক্ষণে সংযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এলাকা/স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যালয়ের শিখন পরিবেশের উন্নয়ন এবং নৈতিক ও মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের অংশীজনের সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব।

গ. গবেষণায় দেখা গেছে, বরাদ্দকৃত সময়, ভৌত সুবিধা কিংবা শিক্ষকের উৎসাহ, যে দিকই বিবেচনা করা হোক না কেন, বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সুযোগ পর্যাপ্ত নয়। এফজিডি-তে বলা হয়েছে, এই ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের সমান সুযোগ পেয়ে থাকে, যদিও বিদ্যালয় জরিপে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। হয়তো এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যমান বাস্তবতায় এতটাই অভ্যস্ত যে, এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যাশাও সীমিত হয়ে গিয়েছে এবং তারা বর্তমান অবস্থাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন।

ঘ. মূল্যবোধ জরিপে অংশগ্রহণকারীর অর্ধেক প্রাথমিক শিক্ষার্থী, দুই-তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭০%) উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীই মনে করে না যে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষকরা তাদের জন্য অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেদের উপস্থাপন করতে পেরেছেন। প্রায় অর্ধেক শিক্ষকও নিজেদেরকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন না।

ঙ. শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, শিক্ষক পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণ উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট যত্নশীল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা জানেন তাঁদের কী করণীয়। পর্যবেক্ষণ চলাকালীন শিক্ষকদের এই আচরণ তাঁদের দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করতে হলে প্রয়োজন যথাযথ প্রণোদনা, উৎসাহ এবং তাঁদের পাঠদানের আদর্শমান নির্ধারণ করা।

চ. শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষককে কোনো শিক্ষার্থীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দেখা যায়নি। তবে এফজিডি থেকে জানা যায় যে, অতি দরিদ্র কিংবা 'অস্পৃশ্য' জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীকে তাদের সহপাঠীরা নানাভাবে হেয় করে থাকে।

ছ. শিক্ষক এবং এসএমসি-র সদস্যগণ মনে করেন, ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তি ছোটবেলা থেকেই প্রস্তুত করতে হলে বিদ্যালয়ে তাদের জন্য সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণের তথ্য অনুযায়ী মাত্র এক-চতুর্থাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এক-পঞ্চমাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মনোসামাজিক পরিবেশ (যৌন হয়রানি ও উত্ত্যক্তকরণ বিরোধী নীতিমালা, শিক্ষকের আচরণ বিধি এবং মনোসামাজিক পরামর্শ ব্যবস্থা) গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আছে।

জ. মা-বাবা যে সন্তানের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, এ ব্যাপারে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক সকলেই একমত। অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষক মনে করেন যে, এ ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা প্রধান; নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে পরিবারের পরে বিদ্যালয়ের অবস্থান। তবে মূল্যবোধ জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশির মতে প্রায়শ পরিবার এবং বিদ্যালয়ে পরস্পর বিরোধী মূল্যবোধের পরিস্থিতি বিদ্যমান।

ঝ. মূল্যবোধ জরিপে অধিকাংশ মতামত প্রদানকারী, বিশেষত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ, মনে করেন যে, অল্প বয়স থেকেই শিশুদের অন্যের প্রতি সহানুভূতি এবং সহমর্মিতা প্রকাশ করা শেখাতে হবে।

ঞ. প্রায় সকল শিক্ষক ও এসএমসি সদস্য বলেন, অধিকাংশ সময় তারা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি বা খারাপ ফলাফলের ব্যাপারে কথা বলার জন্য অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন; নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো নিয়মিত কার্যক্রম নেই। তারা আরও বলেন, অতি দরিদ্র অভিভাবকরা জীবিকা অর্জনের তাগিদে ব্যস্ত থাকেন বলে বিদ্যালয়ের সভায় উপস্থিত হতে পারেন না।

৪.৩। বিদ্যালয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার সামাজিক প্রেক্ষাপট

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার বিষয়টি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এসএমসি সদস্য এবং শিক্ষার্থীর মা-বাবা তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন – স্কুল ও শিক্ষকদের ভূমিকা, কমিউনিটি ও সমাজের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা। চিত্র ০.৬ এবং ০.৭ নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষা (EVE)'র উপর প্রভাবে মূল্যবোধ জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরে।

'পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করা গ্রহণযোগ্য' – এই মতটিকে বেশিরভাগ উত্তরদাতাই প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৎ আচরণ সম্পর্কে সদস্যদের অভিমত ছিল দ্ব্যর্থবোধক (চিত্র ০.৬ এবং ০.৭)। নৈতিকতার প্রকৃত অনুশীলন প্রসঙ্গে অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বাবা-মা উচ্চতর নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট প্রায় সমসংখ্যকের প্রতিক্রিয়া ছিল বাস্তবতার বিচারেচ প্রয়োগবাদী (pragmatic)। লিখিত প্রশ্ন ফাঁস ও অন্যান্য অনৈতিক আচরণে সম্পৃক্ত হয়ে পরীক্ষায় সুবিধা লাভের বাস্তব পরিস্থিতি এই পর্যবেক্ষণটি সমর্থন করে।

চিত্র ০.৬:
"পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে যেকোনো উপায় অবলম্বন করা" সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধরন অনুযায়ী শতাংশ

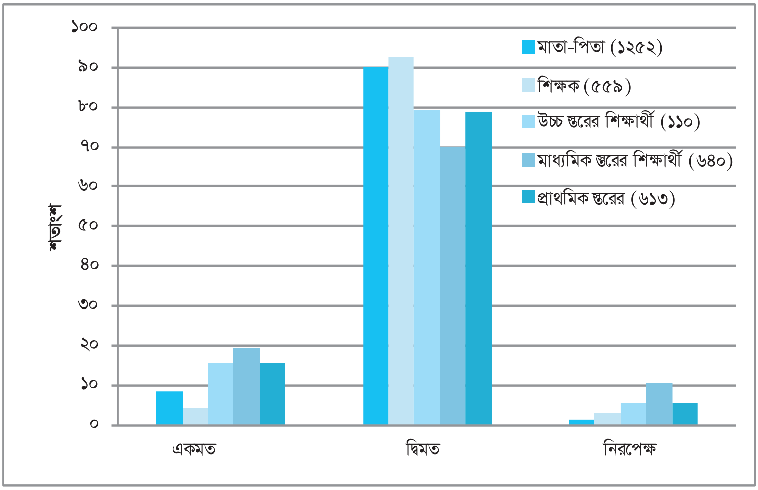

চিত্র ০.৭:
"সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি - এটা বাস্তবমুখী নয়" প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের ধরন অনুযায়ী শতাংশ।

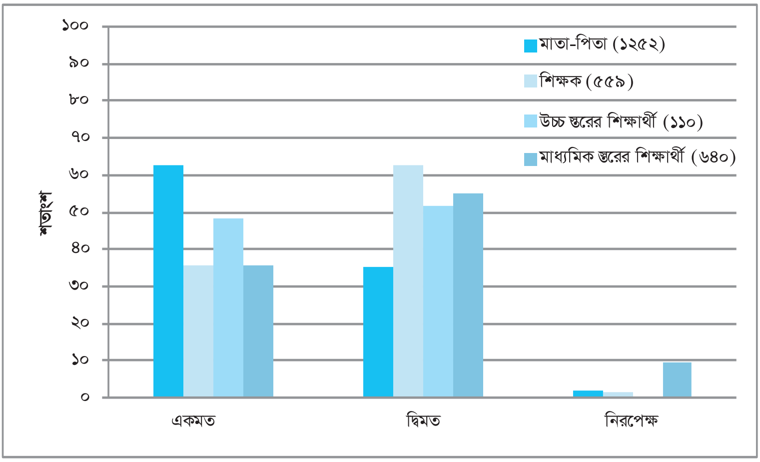

যে মূল্যবোধ কাম্য হিসেবে স্কুলে শেখানোর জন্য বিবেচনা করা হয় সেগুলো হয়তো স্কুল ও পরিবারের মধ্যে মূল্যবোধ ভিন্নতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি ছক ০.৩-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকাংশ উত্তরদাতা বাড়িতে এবং স্কুলে অল্প বয়স থেকেই শিশুদেরকে সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার ধারণা শিক্ষা দেওয়া সমর্থন করেছেন; কিন্তু উত্তরদাতাদের অর্ধেক স্কুলে এবং বাড়িতে নীতি ও মূল্যবোধের শিক্ষায় প্রায়ই পারস্পরিক বিরোধিতা খুঁজে পেয়েছেন।

ছক ০.৩।

মূল্যবোধ জরিপে প্রতিক্রিয়া বন্টন

মূল্যবোধ জরিপের বিষয়সমূহ	উত্তরদাতা	উত্তরের শতাংশ		
		সম্মতি	অসম্মতি	নিরপেক্ষ
অল্প বয়স থেকে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা শিক্ষাদান (মূল্যবোধ জরিপের আইটেম ভি - ৪৩)	মা-বাবা (N-১২৫২)	৮৯.৪	৪.৩	৬.৩
	শিক্ষক (N-৫৫৯)	৭৭.৮	২০.২	২.০
	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী (N-১১০)	৮৫.৫	৯.১	৫.৫
	মাধ্যমিক শিক্ষার্থী (N- ৬৪০)	৭২.২	১৬.৪	১১.৪
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (N-৬১৩)	৯২.০	৪.৯	৩.১
স্কুল ও বাড়িতে পাওয়া নীতি ও মূল্যবোধের শিক্ষায় পারস্পরিক বিরোধিতা (আইটেম ভি - ৩০)*	মা-বাবা (N-১২৫২)	৫৪.৩	৩২.৪	১৩.৩
	শিক্ষক (N-৫৫৯)	৫১.২	৪৪.০	৪.৮
	উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী (N-১১০)	৪৭.৩	৩৭.৩	১৫.৫
	মাধ্যমিক শিক্ষার্থী (N- ৬৪০)	৫৩.০	৩২.০	১৫.০
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী (N-৬১৩)	-	-	-

** এই প্রশ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।*

পরস্পর সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে মানসিকতার দ্বন্দ্ব এবং স্কুল ও বাড়িতে নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার (EVE)মধ্যে অসংগতি উপলব্ধিগত দ্বন্দ্বের (cognitive dissonance) একটি উদাহরণ (নিচে দেখুন)।

শিক্ষা অংশীদারগণ নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষায় সামাজিক প্রেক্ষাপটের যে বিশেষ প্রভাব অনুধাবন করেছেন সেগুলোকে তিনটি শিরোনামে উপস্থাপন করা যায়: বিদ্যালয় ও শিক্ষকের ভূমিকা, কমিউনিটি ও সমাজের ভূমিকা এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা।

বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের ভূমিকা

নৈতিকতা-মূল্যবোধ গঠনে বিদ্যালয়, কমিউনিটি ও সমাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিতর্কের সূচনা করে। এই বিতর্ক থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত উপসংহারে উপনীত হয়েছি:

ক। রাজনৈতিক সংস্কৃতি (নিচে দেখুন) এবং কমিউনিটি ক্ষমতার কাঠামোসহ অন্যান্য প্রভাবশালী বৃহত্তর সামাজিক প্রভাব প্রায় ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলোকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। একই ভাবে আমাদের একতান্ত্রিক ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকার মূলত শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সম্পদের লভ্যতা নির্ধারণ করে। ফলত উক্ত নীতি এবং অগ্রাধিকার বিদ্যালয়ের ক্রিয়াকর্মের জন্য সীমানা টেনে দেয়।

খ। এফজিডিসমূহ, স্কুল পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যবোধ জরিপ শিক্ষকদের স্বতন্ত্র ভূমিকার বিষয়টি তুলে ধরে। শিক্ষকের দক্ষতা, পেশাদারী সামর্থ্য এবং নৈতিক অবস্থানের গুরুত্বের কথা বোঝানো হচ্ছে এখানে। এসবই অনেকাংশে নির্ধারণ করে বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে বিদ্যালয় কী করতে পারবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্ট সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারবে কিনা। শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা অংশীদারগণ তাদের নৈতিক শক্তি, প্রেরণা, উদ্দীপনা, এবং সংকল্প কাজে লাগিয়ে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেন - বিশেষত তারা যদি সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করতে পারেন।

গ। শিক্ষক এবং অন্যান্য সকল শিক্ষাঅংশীদারদের মূল্যবোধ জরিপ প্রতিক্রিয়া থেকে দেখা যায়, সমাজে বিদ্যমান বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষককে নীতি ও মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। শিক্ষককে কীভাবে নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষায় দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা যায় এবং তাঁকে তেমন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করা যায় – নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার দায়িত্ব পালনে বিদ্যালয়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিই হয়ত প্রধান চ্যালেঞ্জ। (অধ্যায় ৪ এবং ৫-এ আলোচনা দ্রষ্টব্য)

কমিউনিটি ও সমাজের ভূমিকা

এফজিডি-তে নৈতিকতা-মূল্যবোধের যে বিষয়গুলো পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে শিক্ষকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই উন্মুক্ত প্রশ্নটির উত্তরে কিছু বিষয় বের হয়ে এসেছে যেগুলোকে উত্তরদাতাগণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

ঘ। সমাজ,কমিউনিটি ও পরিবার পর্যায়ে নীতি ও মূল্যবোধের পতনের প্রসঙ্গটি বার বার উঠে এসেছে এবং এই পতন নতুন প্রজন্মের মধ্যে নীতি ও মূল্যবোধের প্রচারে প্রধান বাধা হয়ে উঠেছে বলেও মনে করা হচ্ছে।

এই বিষয়টি যোগাযোগ মাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ঙ। সামাজিক পরিস্থিতি, ক্ষমতার কাঠামো এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান অন্যায্যতার আবহ এফজিডি-তে অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যালয় পরিচালনার গুরুতর অন্তরায় বলে তুলে ধরেন।

চ। কিছু শিক্ষক এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক বিষয়ে বাবা-মাদের মধ্যে অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাব উল্লেখ করেছেন। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, এতে মা-বাবাদের মধ্যে সন্তানদের নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানে অবহেলা ও উদাসীনতা সৃষ্টি হয়।

ছ। মাদকাসক্তি এবং ধর্মীয় চরমপন্থার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় এবং এটা শহরবাসী বা সমাজের অধিকতর সুবিধাভোগী অংশেই সীমাবদ্ধ নয়। এই পরিস্থিতি গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার লক্ষণ এবং এটা মূল্যবোধের পতনের কারণ ও ফলাফল দুটোরই নিদর্শন। শিক্ষার অংশীজনরা যে এর সম্ভাব্য বিপদের মাত্রা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারছেন তেমনটা মনে হয় না।

জ। শিক্ষা প্রশাসন (governance) এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় অবহেলা ও অনাচার নিয়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে যে চিত্র ফুটে ওঠে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটিগুলোকে তুলে ধরে।

ঝ। সামাজিক মাধ্যমগুলোর কিছু নির্বাচিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এই মাধ্যমগুলোও প্রথাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে সমর্থন যোগায় যেগুলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য মেনে নেওয়া শেখায়। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি বা পোস্টগুলো থেকেও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে গতানুগতিক বিশ্বাস এবং বোধগত অসংগতির প্রতিফলন ফুটে ওঠে। প্রকারান্তরে এসব উপলব্ধি ও বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব সচেতনভাবে সমাধান না করে বরং এসব জিইয়ে রাখার দিকেই ঠেলে দেওয়া হয়।

ঞ। সামাজিক মাধ্যমের ক্ষমতা এবং প্রভাবকে বিবেচনায় রেখে, উক্ত মাধ্যমগুলোকে কীভাবে নৈতিকতা বিকাশের ইতিবাচক পরিবর্তনের শক্তি হিসাবে ব্যবহার করা যায় সেটা ভাবার বিষয়। সামাজিক মাধ্যম নিয়ে কিছু আশাপ্রদ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেমন- প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এ২আই (a2i) প্রকল্পের আওতায় 'কিশোর বাতায়ন' ও 'শিক্ষক বাতায়ন'। এসবকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যেতে পারে এবং এ ধরনের উদ্যোগের প্রসার হতে পারে।

রাষ্ট্রের ভূমিকা

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভূমিকা এই গবেষণার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় ছিল না। কিন্তু এফজিডিসমূহ এবং মূল্যবোধ জরিপ থেকে দেশের কেন্দ্রীভূত ও একীভূত কাঠামোয় সব নীতি, কৌশল ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকাটি উঠে আসে। কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই স্কুল ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা বিবেচনা থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো প্রাসঙ্গিক।

ট। সাম্প্রতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং নীতিবক্তব্য বা এর অভাব, রাষ্ট্রীয় নীতি পর্যায়ে বিশালাকারে উপলব্ধির দ্বন্দ্বের (cognitive dissonance) ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার পাশাপাশি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে সংস্থাপন একটি উদাহরণ। অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে নৃ-গোষ্ঠী এবং অন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে দ্বিমুখিতা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ (CEDAW) বিষয়ে জাতিসংঘ কনভেনশনের ধারার উপর থেকে আপত্তি (reservation) প্রত্যাহার করায় অনীহা। অপরদিকে রয়েছে, মাদ্রাসাগুলোর যথাযথ ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা, নীতি এবং পরিণামের বিষয়ে অস্পষ্টতা ও গণ-আলোচনার অভাব এবং রাষ্ট্র সমর্থিত মাদ্রাসা শিক্ষা ও পাশাপাশি কওমী মাদ্রাসার পরিসর বৃদ্ধি। নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্য কীভাবে অর্জিত হবে এবং কী করা যায় তা বিভিন্ন বৈসাদৃশ্য এবং অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর কাছে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ঠ। ঝুঁকি থাকলেও আমাদেরকে এগোতে হবে এমন একটি শাসন কাঠামোর দিকে যা অংশীজনদের, বিশেষ করে শিশুদের মা-বাবার অধিকতর অংশগ্রহণ সম্ভব করে। শাসন ও ব্যবস্থাপনার সব দিকগুলোতে অধিকতর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে মূল্যবোধ জরিপ ও দলীয় আলোচনায়। বিদ্যালয়ে দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এমন একটি আবহ সৃষ্টি করবে যেখানে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী সৎ ও বিবেকবান মানুষ হয়ে বেড়ে উঠবে এবং জীবনের নৈতিক উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে বিকশিত হবে।

বিদ্যালয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিষয়ে একটি আশার বার্তা হল শিক্ষকদের সম্ভাব্য ভূমিকা - তা ব্যক্তি হিসেবেই হোক কিংবা সমষ্টিগতভাবে হোক। বিদ্যমান সামাজিক পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় কী করতে পারে তা অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষকদের উপর। শিক্ষকরা সমাজ ও রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট বাধাগুলো ও অনেকাংশে দূর করতে পারেন।

৪.৪ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় কমিটি ও অভিভাবকদের মূল্যবোধ পরিলেখ (Values Profile)

মূল্যবোধ পরিলেখের উদ্দেশ্য নৈতিকতা-মূল্যবোধ বিষয়ে মূল্যবোধ জরিপের

উত্তরদাতাদের নিজেদের মূল্যবোধ অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা লাভ।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা মূল্যবোধ সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলোতে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে। "ইতিবাচক" কিনা তা মূল্যবোধের বিভিন্ন ক্ষেত্রের আলোচনায় (অধ্যায় ২) বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই অবস্থানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর আগ্রহ, যুক্তিনির্ভরতা, প্রগতিশীলতা এবং বিজ্ঞান-মনস্কতার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার পাশাপাশি সমাজে সকলের অধিকার এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রতি অঙ্গীকার এবং সমাজের বৈচিত্র্য ও মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয় সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ। আরো আছে – প্রকৃতি ও পৃথিবীকে রক্ষা করা এবং সকলের অংশগ্রহণে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি।

চিত্র ০.৮:
নৈতিক ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত ডোমেইনে উত্তরদাতাদের মনোভাব (শতাংশে)

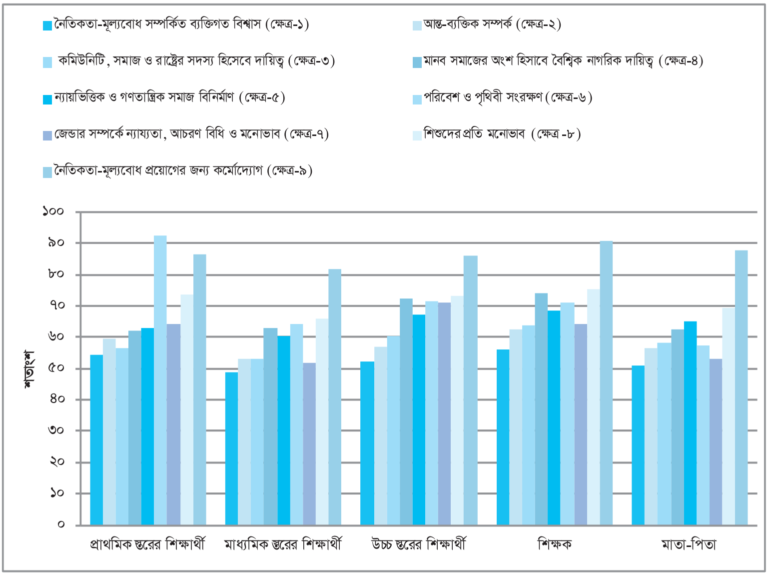

মূল্যবোধ সংক্রান্ত জরিপের একটি উল্লেখযোগ্য লব্ধফল উপলব্ধির দ্বন্দ্বের (cognitive dissonance) ব্যাপ্তি। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মানুষ তার আচরণ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে স্ববিরোধী অবস্থান নিতে পারে। অধ্যায় ২- এ আলোচিত এই তত্ত্বের প্রবক্তা লিওন ফেসটিনজার (Leon Festinger)এর মতে মনস্তাত্ত্বিক স্বস্তির জায়গা খুঁজতে গিয়ে অথবা সুবিধাবাদী বা অনৈতিক আচরণের জন্য যুক্তি দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে মানুষ একই সঙ্গে স্ববিরোধী ধারণা বা বিশ্বাস মেনে নেয় বা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

মূল্যবোধ জরিপ থেকে প্রাপ্ত এই সব উদাহরণ এখানে উপস্থাপন করা হলো (চিত্র-০.৯)।

চিত্র ০.৯:
উপলব্ধির স্ববিরোধিতার উদাহরণ (উত্তরদাতা দল, শতাংশ)

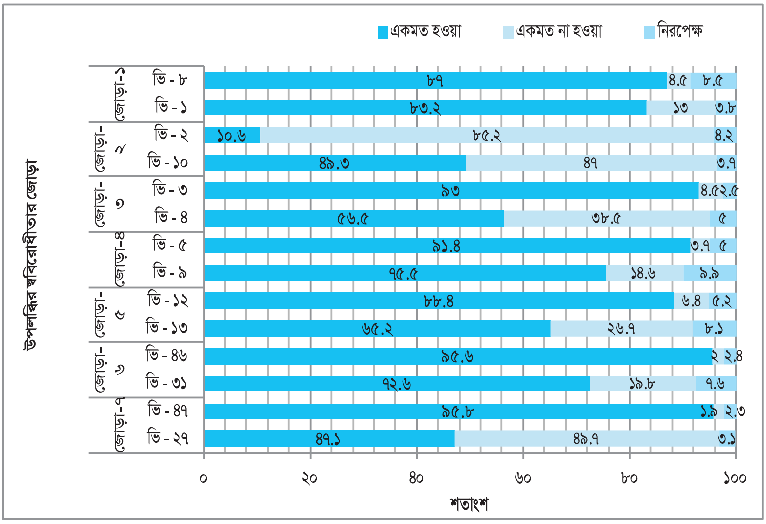

জোড়া ১: *জীবনের একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য* **বনাম** *স্বচ্ছন্দ জীবন ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জন জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়*

জোড়া ২: *পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন* **বনাম** *সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা - এই নীতিবাক্য বাস্তবসম্মত নয়*

জোড়া ৩: *পরকালের জন্য প্রস্তুতি জীবনের মূল কাজ* **বনাম** *আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার উপর*

জোড়া ৪: *আমাদের ভবিষ্যৎ বর্তমানের চেয়ে ভাল* **বনাম** *কাজ ও পেশা নিয়ে মানুষ গর্ব অনুভব করবে- কিন্তু তা ঘটছে না*

জোড়া ৫: *মানুষ বহুমাত্রিক পরিচয়ে পরিচিত* **বনাম** *ধর্মীয় পরিচয়ই ব্যক্তির সব চেয়ে বড় পরিচয়*

জোড়া ৬: *জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ* **বনাম** *অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পরিবেশের কিছু ক্ষতি মেনে নিতে হবে*

জোড়া ৭: *শিশু ও কিশোর বয়সী গৃহকর্মীর শিক্ষা ও মানবিক অধিকার রক্ষা করা* **বনাম** *নিয়ম ভঙ্গ বা নির্দেশ অমান্য করলে শিশুদের তিরস্কার করা ও পাশাপাশি শারীরিক শাস্তি দেওয়া যেতে পারে*

মূল্যবোধ জরিপ থেকে প্রাপ্ত ফল চারটি শিরোনামে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সামগ্রিক ফলাফল

ক. গড়ে ৬০ শতাংশের কাছাকাছি বিভিন্ন উত্তরদাতা মূল্যবোধ সংক্রান্ত তথ্য জরিপের প্রশ্নগুলোর ইতিবাচক উত্তর দিয়েছে (চিত্র ০.৮)। অবশ্য বিভিন্ন ডোমেইন, উপ-ডোমেইন এবং উত্তরদাতাদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বিভাজিত মতামত কম ইতিবাচক বলে বিবেচিত হতে পারে। তাছাড়া উপলব্ধির দ্বন্দ্ব বিবেচনা করলে উত্তরদাতাদের ইতিবাচক উত্তরের দৃঢ়তা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়।

খ. নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে শরিক হওয়ার ব্যাপারে উত্তরদাতারা সর্বোচ্চ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছে (D9) ৮১ শতাংশ। এর পরে রয়েছে শিশুদের প্রতি মনোভাব এবং আচরণ (D8)৭০ শতাংশ এবং পরিবেশ ও পৃথিবী রক্ষা করা (D6)৭০ শতাংশ।

গ. কয়েকটি ডোমেইন-এ বিভিন্ন উত্তরদাতাদল সামগ্রিকভাবে মাঝারি অবস্থান গ্রহণ করে। জেন্ডার সমতা ডোমেইন-এ (D7) ৫২ শতাংশ থেকে ৭১ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক মত দেয়; ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সমাজ (D5)-এর ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তর ৬০ শতাংশ থেকে ৬৯ শতাংশ; কমিউনিটি ও সমাজের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে (D4) ৫৩ থেকে ৬৪ শতাংশ ইতিবাচক উত্তর দেয়। পাঁচটি উত্তরদাতা দলই বিভিন্ন বিষয়ে মধ্যম অবস্থানের পক্ষে মত দেয়। অর্থাৎ এসকল বিষয়ে তাদের উৎসাহ বা আগ্রহ প্রবল নয়।

স্ববিরোধী উপলব্ধি

ক. মূল্যবোধ জরিপপত্রের ১৪টি বিষয় নিয়ে ৭ জোড়া স্ববিরোধী উপলব্ধি দেখা যায়। অর্থাৎ উত্তরদাতাদের মাঝে একইসঙ্গে বিশ্বাস বা উপলব্ধিতে পরস্পর বিরোধী অবস্থান বিরাজ করছে (উপরের চিত্র ০.৯-এ দেখানো হয়েছে)।

খ. উপলব্ধির স্ববিরোধিতা বিষয়টি শিক্ষায় নতুন সমস্যা হিসাবে দেখা যাচ্ছে, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। জীবনে অনেক পরিস্থিতিতে নৈতিক যুক্তি ও বিচার প্রয়োগ প্রয়োজন হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে ত্যাগ স্বীকারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নৈতিক বিধান মেনে চলার জন্য প্রয়োজন উপলব্ধির স্ববিরোধিতার কারণ এবং এর পরিণতি শনাক্ত করা, এসব সমস্যা চিহ্নিত করতে শেখা এবং নিজের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করা।

শিক্ষক ও বিদ্যালয় কমিটি সদস্য এবং মাতা-পিতা

গ. অধিকাংশ ডোমেইনে শিক্ষকরা সর্বাধিক ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। পাঁচটি উত্তরদাতা দলের মধ্যে তাঁরাই ৯টি ডোমেইনের মধ্যে ৭টিতেই সর্বাধিক ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে সর্বাধিক গড় নম্বর রয়েছে। জেন্ডার বিষয়ক মনোভাব ও আচরণ এবং প্রকৃতি ও পৃথিবী সুরক্ষা এই ২টি ডোমেইন-এ শিক্ষকদের ইতিবাচক মত সর্বোচ্চ না হলেও অনেক বেশি। মনে হয় শিক্ষকরা কাজে যাই করুন তাঁরা জানেন কী বলতে হবে।

ঘ. পিতা-মাতারা সর্বাধিক নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং ৬টি ডোমেইনে গড়ে সর্বাধিক নেতিবাচক মত প্রকাশ করেন। এটা মূল্যবোধের ধারণায় ও প্রয়োগে মাতা-পিতা এবং সন্তান এই দুই প্রজন্মের মধ্যে নানা ব্যাপারে বিভেদ রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শবাদী শিশু শিক্ষার্থী

ঙ. উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বাধিক ইতিবাচক, প্রগতিশীল এবং অগ্রগামী হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রক্ষার ব্যাপারে তাদের ইতিবাচক মনোভাবই সর্বাধিক এবং পরবর্তী দল থেকে ১১ পয়েন্ট এগিয়ে। শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক-মূল্যবোধ সংক্রান্ত উদ্যোগে অংশগ্রহণ এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সততার ক্ষেত্রে তাদের ইতিবাচক মনোভাব তুলনামূলকভাবে বেশি।

চ. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় সর্তক ও রক্ষণশীল এবং অনেকগুলো বিষয়ে তাদের অনেকে মত প্রকাশ করে নি। তারা ন্যায়পরায়ণ ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন, কমিউনিটি ও সমাজের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ এবং জেন্ডার চেতনায় নিজেরা দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। নৈতিকতা বিষয়ে উত্তরদাতাদল হিসাবে তাদের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকার প্রবণতা দেখা যায়।

ছ. উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা জেন্ডার সমতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান পোষণ করে। এই প্রশ্নে তাদের ইতিবাচক স্কোর সর্বোচ্চ। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি।

নৈতিকতা-মূল্যবোধে শিক্ষার্থীদের অবস্থান থেকে প্রশ্ন জাগে – প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবে আশাবাদী, ইতিবাচক এবং উদ্যমী ও শিশুসুলভ নির্মলতার অধিকারী। সমাজ ও বিদ্যালয়ের জটিলতা তাদেরকে কলুষিত করেনি। এরা কি বড় হতে হতে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের মত সতর্ক, হিসাবি এবং রক্ষণশীল হয়ে উঠবে – এই বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন। যদি তাই হয় তবে বিষয়টি শিক্ষাক্ষেত্রে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৫. সুপারিশমালা

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নৈতিকতা-মূল্যবোধের অবস্থার স্বরূপ উন্মোচন, সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ, নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার বাধাবিপত্তি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং এক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা বিবেচনা করা। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে আমরা একগুচ্ছ বাস্তবসম্মত ও কার্যোপযোগী সুপারিশ প্রদান করার প্রয়াস নিয়েছি।

প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত চারটি শিরোনামের অধীনে সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এগুলোকে পুরোপুরি কোনো সুনির্দিষ্ট শিরোনামে শ্রেণিভুক্ত করা যাবে না। কারণ, প্রতিটি সুপারিশ সমস্যার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রাসঙ্গিক। বিদ্যালয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষাকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা আবার প্রতীয়মান হচ্ছে।

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া

১. সক্রিয় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষণ-শিখন প্রয়োজন। শিখন-শেখানো পদ্ধতির অতি মাত্রায় তত্ত্বীয় ও নির্দেশাত্মক ধরন ও শিক্ষককেন্দ্রিকতা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ও বিদ্যালয় সংস্কৃতির একটি বহুল আলোচিত সমস্যা। শিক্ষার্থীদের জন্য এমন সুযোগ তৈরি করতে হবে যাতে তারা নৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করতে পারে এবং তা চর্চা করতে পারে। নৈতিক দ্বন্দ্ব ও উভয়সঙ্কটের অবস্থানগুলো শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করতে হবে, যা বিদ্যালয়ের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে সুপরিকল্পিত ও টেকসই পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়গুলোকে শিখন বিষয়বস্তু ও উপকরণসমূহের মধ্যে স্থান দেওয়া ও সে-সবের মানোন্নয়ন,
- শিক্ষার্থীদের শিখনকে সুগভীর ও সুদৃঢ় করা এবং তাদের অর্জিত শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুশীলন করার ব্যবস্থা করার জন্য বিদ্যালয়ে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনকে গুরুত্ব দিতে হবে,
- শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন সংস্কার করা, যাতে তারা মুখস্ত বিদ্যায় নির্ভরতা থেকে সরে আসতে পারে এবং
- যথার্থ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের কাজ এবং ভূমিকার জন্য প্রস্তুত করা ও সহায়তা করা।

২. সর্বজনীন মানব মূল্যবোধকে উৎসাহ দান। শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়ে যে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক ঐক্য ও সংহতির মনোভাব গঠনের পরিবর্তে বিভেদ ও ভিন্নতার উপলব্ধি লালনে সহায়তা করে। একইভাবে দেশপ্রেম, জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গর্ববোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিষয়বস্তুতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, জাতি ও মানুষের বিষয় কীভাবে চিত্রায়িত হয়েছে তা সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচ্য। এই সব বিষয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের একটি সাধারণ বিষয় উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিগুলোতে চালু করা যেতে পারে, যেখানে মানব সমাজের প্রধান ধর্মগুলোর সাধারণ ঐতিহ্য, সব মানুষের জীবনের পবিত্রতা, সব মানুষের প্রতি সম্মান ও সকলের সমান অধিকার এবং মানব জীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো আনা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য ও তাদের অনুসারীদের প্রতি যথাযথ সম্মানের ধারণা প্রোথিত করবে। ধর্মীয় বিধান অনুসারে স্ব স্ব ধর্মীয় আচার, অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পরিবারের দায়িত্ব হবে।
- ইতিহাস, দেশপ্রেম এবং সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য সংক্রান্ত শিখন বিষয় সংবেদনশীলতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও সততার সঙ্গে নির্বাচন করতে হবে এবং এসব যথার্থ প্রক্রিয়া ব্যতীত পরিবর্তন করা যাবে না। শিখন বিষয় মূল্যায়ন ও নির্বাচনে স্বচ্ছ ও সুপ্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা

উচিত। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যথাযথভাবে যাচাই করা প্রয়োজন এবং একাধিক পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ বিবেচনাপ্রসূত হতে হবে।

৩. বিদ্যালয়ে নৈতিকতার অনুশীলন। শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার বিষয়সমূহ সম্পর্কে যুক্তিশীল চিন্তাভাবনা এবং নৈতিক দ্বন্দ্বের পরিস্থিতিগুলো শনাক্ত করার দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম থাকতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়:

- ➢ শিক্ষাক্রমের সকল বিষয়ে জীবন ও সমাজের মূল্যবোধ ও নৈতিক আচরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যবহারিক বিষয়গুলোকে (শুধুমাত্র নির্দেশাত্মক আদেশ-নিষেধের পরিবর্তে) প্রাধান্য দিতে হবে। এজন্য সব শিখন বিষয়বস্তু ও শিক্ষাক্রমসমূহ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে বিদ্যালয়ে, শ্রেণিকক্ষে, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে এবং কমিউনিটিতে এ সংক্রান্ত অনুশীলনের সুযোগ তৈরি করার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- ➢ ১নং আইটেমের অন্তর্ভুক্ত সুপারিশমালাও এখানে প্রাসঙ্গিক।

৪. শিক্ষক প্রশিক্ষণে নৈতিকতা উপস্থাপন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে ও বিষয়বস্তুতে মূলত শিখন-শেখানো কৌশল ও শিখনের জ্ঞানমূলক বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করতে দেখা যায়। প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রসমূহে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমনকি শিক্ষকদের তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সম্পর্কে আত্মসমালোচনা করতে উৎসাহিত করা হয় না। এক্ষেত্রে যে-সব কর্মপন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

- ➢ শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে নৈতিকতা-মূল্যবোধের ভূমিকা, নৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিকতর আত্মসচেতন হওয়া এবং কীভাবে প্রত্যেক শিক্ষক কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ বা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হবেন, সে বিষয়গুলোর উপর পর্যাপ্ত গুরুত্বারোপ করা।
- ➢ শিক্ষকরা কীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে, প্রশিক্ষিত হলে, কী ধরনের সহায়তা পেলে, কীভাবে পুরস্কৃত হলে এবং কীভাবে তাদের তত্ত্বাবধান করা হলে তারা শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত হবেন সে বিষয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। (নিম্নে দ্রষ্টব্য)

বিদ্যালয় পরিবেশ ও সংস্কৃতি

৫. অভিভাবকদের সঙ্গে সহযোগিতা। শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীতি ও মূল্যবোধ বিষয়ে অভিভাবকদেও সঙ্গে নিয়মিত ও দৃঢ় যোগাযোগ রক্ষা করবে। এক্ষেত্রে শুধু কোনো ছাত্রের বিশেষ সমস্যা সমাধান করা যথেষ্ট নয়। অভিভাবকদের আবগত করতে হবে –

- ➢ বিদ্যালয়ের নীতি ও মূল্যবোধ কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেয় ও কীভাবে বিদ্যালয় ও অভিভাবকগণ একসঙ্গে কাজ করতে পারে;

- বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব নিরসন;
- ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণ কী করতে পারেন এবং কী করা উচিত।

৬. ন্যায়-নীতি শিক্ষার সূচনা হবে অল্প বয়েস থেকেই। সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, অন্যদের প্রতি বিবেচনাবোধ ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শুধুমাত্র পাঠ্যবইতে সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়। শিশুকাল থেকেই এ বিষয়সমূহের চর্চাকে বিদ্যালয় ও বাড়িতে গুরুত্ব দিতে হবে। এ বিষয়ে করণীয় হতে পারে:

- প্রাক-বিদ্যালয়, প্রারম্ভিক শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখনের বিষয়সমূহ ও এ সম্পর্কিত শিখন পদ্ধতি পর্যালোচনা করা;
- বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে মূল্যবোধ চর্চার সুযোগ তৈরি করা, বিদ্যালয়ে শিশুদের অন্য শিশুদের কাছে নিগৃহীত হতে না দেওয়া, ও আর্থসামাজিক শ্রেণিভেদের কারণে কাউকে হেয় না করা। এবং
- অভিভাবক ও পরিবারের সঙ্গে বিদ্যালয়ে এক সঙ্গে কাজ করা।

৭ . সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের যথার্থ প্রসার। বিদ্যালয়ে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য নিরসন হলেও খেলাধুলা ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়নি। শিশু, শিক্ষক ও বিদ্যালয় কমিটির সদস্যদের এক্ষেত্রে একত্রে কাজের সুযোগ রয়েছে। এসব বিষয়ে প্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে:

- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম স্কুলের মূল অভিজ্ঞতা ও শিখনের অপরিহার্য অংশ হিসাবে দেখতে হবে এবং নৈতিক-মূল্যবোধ শিক্ষার লক্ষ্যসহ বিদ্যালয়ের মূল অভীষ্ট সিদ্ধির কাজে লাগাতে হবে ;
- কন্যাশিশুসহ সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য বর্ধিত সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সম্পদের যোগান নিশ্চিত করা;
- অংশীজনদের একত্রে কাজ করার সুযোগ তৈরি করা এবং কমিউনিটিকে সংযুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা ও করণীয় নির্ধারণ করা।

৮. বিদ্যালয়কে কমিউনিটির গর্বের স্থান হিসাবে গড়ে তোলা। বিদ্যালয় অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ও নিরাপদ পানির সংস্থান করার বিষয়টি আশানুরূপ উন্নতি হয়নি, যদিও এক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। দুর্বল অবকাঠামো ও সহায়ক পরিবেশের অভাব একাডেমিক ফলাফলের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষায়ও বাধা সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত মানদণ্ডের ও সুবিধাদির পর্যালোচনা এবং প্রতিষ্ঠানে এসব কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে তা দেখতে হবে।
- বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিশুদের শিখনের সংস্থান কমিউনিটির জন্য একটি গর্বের স্থান হতে হবে। এজন্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনদের (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজ প্রতিনিধির) সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহকে কাজে লাগাতে হবে।

বিদ্যালয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট

৯. শিক্ষকতার পেশা সম্পর্কে উদ্ভাবনী ভাবনা। বিদ্যালয়গুলো নৈতিকতা-মূল্যবোধকে উৎসাহিতকরণে কী করতে পারে তার সীমারেখা টেনে দেয় সামাজিক প্রেক্ষাপট। তবে ব্যক্তি হিসেবে ও সামষ্টিকভাবে শিক্ষকের ভূমিকা, যোগ্যতা, পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিক অবস্থান এক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা যেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাজুয়েটদের সর্বশেষ পেশাগত পছন্দ না হয়, তরুণরা যাতে জ্ঞানগত ও আবেগিকভাবে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হয় সে বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে। একটি চার ধাপবিশিষ্ট মধ্যমেয়াদি কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে:

- শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষে শিক্ষার্থীদের কলেজে ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে আকৃষ্ট করা, যেখানে শিক্ষাবিজ্ঞান একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হবে এবং তাদের জন্য প্রণোদনা, যেমন- বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে পারে;
- মানসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষক ও একাডেমিক প্রোগ্রাম নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে প্রতিটি জেলায় একটি বা দুটি করে কমপক্ষে ১০০টি সরকারি ডিগ্রি কলেজে উক্ত ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু করা;
- আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা, মর্যাদা ও পেশাগত উত্তরণের পথ (career path) সহ একটি জাতীয় শিক্ষা সেবা বাহিনী (National Teaching Service Corps) চালু করা;
- শিক্ষকদের পদমর্যাদা, পারিতোষিক ও সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি করা; কৃতিত্বের মানদণ্ড (performance standard) প্রতিষ্ঠা করা এবং সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে তা প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১০. মূল্যবোধ অবক্ষয় রোধে জোট (alliance) গঠন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা বার বার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সমাজ, কমিউনিটি ও পরিবারে ক্রমশ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অধঃপতন ঘটছে। এটিকে তারা নতুন প্রজন্মের মধ্যে নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় মনে করেন। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ একটি সামষ্টিক আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যেখানে:

- পর্যাপ্ত প্রমাণ সাপেক্ষে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা ও শিক্ষক নির্বিশেষে যে কোনো অন্যায়কারীর নাম প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তাদেরকে সামাজিক লজ্জার সম্মুখীন করা;
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যাগুলো তুলে ধরা, যেমন - স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন; জনসাধারণের ও নাগরিকদের আলোচনা ও ফোরাম, সুশীল সমাজ, ও গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো; বিভিন্নভাবে সামষ্টিক চেষ্টায় পরিবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া;
- রাজনৈতিক বলয়, সরকারি প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ থেকে পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী সৎ মানুষদের খুঁজে বের করে তাদের নিয়ে জোট গঠন করতে হবে, যারা পরিবর্তনের জন্য একযোগে কাজ করবেন; ট্রান্সপেরেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইনী ও অধিকার সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা ও পেশাজীবী ফোরামের মতো

প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে কাজ করতে হবে এবং সংস্কার ও পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন তৈরি করতে হবে।

- আদিবাসী ও নৃগোষ্ঠী, ভিন্নভাবে সক্ষম ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ এবং যারা সামাজিকভাবে 'অস্পৃশ্য' যেমন- দলিত জনগোষ্ঠী, যারা সাধারণের থেকে আলাদা, তাদের জন্য বিভিন্ন স্বীকৃতিমূলক পদক্ষেপ জোরদার করা প্রয়োজন। বৈচিত্র্য ও মানুষের বহুমাত্রিক পরিচয়কে সম্মান করা ও স্বীকৃতি প্রদান করা সবার জন্য শিক্ষার একটি অন্যতম শিখন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমসহ বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতায় তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

১১. অপরাধীচক্র, মাদকাসক্তি এবং জঙ্গীবাদের প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হওয়া। সংবাদ মাধ্যমের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সমাজে তরুণ অপরাধী চক্রের কর্মকাণ্ড, তরুণদের মাদকাসক্তি এবং তরুণ সমাজর ধর্মভিত্তিক চরমপন্থা ও হিংস্রতার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব থেকে উদ্ভূত বিপদসমূহ শনাক্ত করতে হবে এবং প্রতিরোধ ও নিরসনের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য করণীয়:

- তরুণ অপরাধী চক্র এবং মাদক ও চরমপন্থার প্রতি আকর্ষণের বিপদ ও হুমকির বিরুদ্ধে শহর, গ্রাম নির্বিশেষে শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সোচ্চার হতে হবে। অভিভাবক, কমিউনিটি ও অন্যান্য অংশীজনের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় নিবৃত্তিমূলক ও সংশোধনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এগুলো সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান বৈষম্য মেনে নেওয়াকে উৎসাহিত করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানা অপব্যবহার নিয়ে আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়ে করণীয়:

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের শক্তি ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে কী ভাবে এগুলোকে নৈতিকতা-মূল্যবোধ উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রসার বাস্তবায়নে যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

মূল্যবোধ পরিলেখের তাৎপর্য

১৩. বিদ্যালয়ে মূল্যবোধের চর্চা। নৈতিকতা-মূল্যবোধ বিষয়ক ডোমেইন-এর উত্তরদাতা দলগুলোর মনোভাব থেকে মনে হয় এরা নৈতিকতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়ে একটা মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে প্রবল আগ্রহ বা উৎসাহ দেখানো থেকে বিরত আছেন; যদিও এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম আছে। এ বিষয়ে করণীয়:

- ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা বর্তমানে বিদ্যালয়ে আছে তাদের মধ্যে নৈতিকতা-মূল্যবোধের চর্চা ও অনুশীলন অতি জরুরি। এই গবেষণায় সুপারিশ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, নৈতিকতা-মূল্যবোধের চর্চা করা বিদ্যালয়ে শিক্ষার একটি অন্যতম কাজ হিসাবে বিবেচনা করে তা নিশ্চিতকরণে কী করণীয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে।

১৪. নৈতিকতার দ্বন্দ্ব মোকাবেলা। উপলব্ধির স্ববিরোধিতা বিষয়টির ব্যাপ্তি থেকে বলা যায় যে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিক্ষণীয় বিষয় এবং অভিজ্ঞতা থেকে নৈতিকতা বিষয়ক দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে শিখবে তা গুরুত্বেও সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে করণীয়:

- পরিবার ও সমাজের সঙ্গে যথার্থ সহযোগিতা, নৈতিকতা বিষয়ক নিয়মকানুন মেনে চলা, উপলব্ধির স্ববিরোধিতা চিহ্নিত করতে পারা, নৈতিকতা বিষয়ক দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করতে শেখা এবং নিজের জন্য সঠিক কর্মপন্থা ঠিক করতে পারা - এসব ব্যাপারে তরুণ প্রজন্মের জন্য বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এই বিষয়টি শিক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা, শিখন বিষয় নির্ধারণ, শিখন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর এবং সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

১৫. শিশুদের আদর্শবাদকে উৎসাহদান। মূল্যবোধ জরিপে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রগতিশীল, ইতিবাচক দৃষ্টি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার মনোভাব দেখিয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার্থীরা বেশি সর্তক এবং কিছুটা সন্দেহপ্রবণ। এ বিষয়ে করণীয়:

- শিশুরা বড় হতে হতে মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের মতো আরও সর্তক, হিসাবি এবং রক্ষণশীল হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন। যদি তাই হয়, তবে উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে এই পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা।

১৬. আদর্শ শিক্ষক তৈরিতে সহায়তা। অর্ধেকের মতো শিক্ষক নিজেদেরকে শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ চরিত্র মনে করেন না, যদিও তারা নৈতিকতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত ডোমেইনে সর্বাধিক ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থীও অবশ্য মনে করে না শিক্ষক তাদের কাছে আদর্শ। এ বিষয়ে করণীয়:

- শিক্ষকরা নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষা বিষয়ে যা জানেন ও বলেন তা শিক্ষার্থীদের নিয়ে কীভাবে নিয়মিত অনুশীলন করতে পারেন তা জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনা করা দরকার।

বিদ্যালয় ও সমাজের নৈতিকতা-মূল্যবোধ সংক্রান্ত দুস্তর সমস্যা মোকবেলা করার জন্য যা করণীয়, তা এই ১৬টি সুপারিশে ধারণ করা হয়েছে। এগুলো পরিপূর্ণ সমাধান বা এর বাইরে আর কিছু নেই তা মনে করার কারণ নেই। এই গবেষণার অনুসন্ধানের ফল এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

শেষ কথা

এফডিজি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিশ্লেষণ সমাজে নৈতিকতা-মূল্যবোধের সাধারণ অবক্ষয়ের যে চিত্র তুলে ধরে তা বিদ্যালয়ে নৈতিকতা-মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে দুস্তর বাধার কারণ। শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সরকারি সেবা ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত কেন্দ্রীভুত কাঠামোতে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার পর্যায়ের নীতি ও কৌশলের প্রভাব চূড়ান্ত। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক পরিবেশ উত্তর-সহস্রাব্দ প্রজন্মের যারা এখন বিদ্যালয়ে আছে, তাদের জন্য নৈতিকতা-মূল্যবোধ গঠনের

ক্ষেত্রে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতির ক্ষেত্রে উপলব্ধির দ্বৈততার চিত্রও ব্যাপক মাত্রায় ফুটে উঠেছে। ফলে কীভাবে এবং কী নৈতিকতা-মূল্যবোধ গঠিত হবে সে ক্ষেত্রে নানা দ্বিধা দেখা যায়।

নৈতিকতা-মূল্যবোধের বিষয়ে বৃহত্তর সমাজে হতাশার প্রেক্ষাপটে শিক্ষকের সক্ষমতা, পেশাগত দক্ষতা ও নৈতিক অবস্থান এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা একটি আশার বার্তা দেয়।

উপসংহার ও সুপারিশমালা উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকার কথা বার বার এসেছে। বস্তুত যখন বলা হয় যে, বিদ্যালয়কে অভিভাবক ও কমিউনিটি সঙ্গে কাজ করতে হবে, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয়কে ভূমিকা পালন করতে হবে, সে-সব ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্বই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে দশ লক্ষ মানুষ শিক্ষকতা পেশায় জড়িত এবং এই সংখ্যা আগামী এক দশকে দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁরা শ্রেণিকক্ষ ও এর বাইরে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোরের জীবনকে স্পর্শ করেন। যদি শিক্ষকতা পেশার প্রতি পাঁচজনের একজনও দৃঢ়তা, প্রেরণা ও নৈতিক শক্তি দ্বারা বলীয়ান হয়ে শিক্ষার্থীদের পথ দেখান তাহলে এক বড় পরিবর্তনের সূচনা হবে।

শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত গুণাবলী ও তাঁদেরকে শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা এই প্রতিবেদনের প্রস্তাবিত বিভিন্ন কর্মোদ্যোগকে একসূত্রে গ্রথিত করে। এর নিহিতার্থ হলো শিক্ষকদের ভূমিকা, প্রস্তুতি, কৃতীর মানদণ্ড এবং সমাজে তাঁদের মর্যাদা নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।

আরেকটি ইতিবাচক বার্তা হলো মূল্যবোধ জরিপের সব উত্তরদাতা নৈতিকতা-মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হওয়ার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কর্মোদ্যোগে সক্রিয় হওয়ার এই অঙ্গীকারকে কাজে লাগাতে হবে। এজন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা তৈরির উপায় খুঁজতে হবে। এক্ষেত্রেও শিক্ষকদের নেতৃত্ব ও সক্রিয় অংশগ্রহণ তাঁদের শিক্ষার্থীদের কাছে আদর্শ চরিত্র হিসাবে প্রতিভাত হওয়ার নামান্তর।

আশা করা যায়, নৈতিকতা-মূল্যবোধ শিক্ষার এই গবেষণা অনুসন্ধান পদ্ধতির ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখবে এবং বিষয়টি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি লাভে সহায়ক হবে।

গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

স্যার ফজলে হাসান আবেদ১
ড. কাজী খলিকুজ্জমান আহমদ১
ড. মনজুর আহমদ১,৩
ড. অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমেদ১
চৌধুরী মুফাদ আহমেদ২
অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ২
রমিজ আহমেদ২
অধ্যাপক শফি আহমেদ১
তাহ্সিনা আহমেদ২
জসিমউদ্দিন আহমেদ২
অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ২
নাশিদা আহমেদ৩
ড. জাহেদা আহমেদ১
যেহীন আহমেদ১
মাহমুদা আক্তার২
শিরিন আকতার২
মো: মুরশিদ আকতার২
সৈয়দা তাহ্মিনা আকতার২
এ বি এম খোরশেদ আলম২
ড. মাহ্মুদুল আলম২
অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম২
অধ্যাপক ড. এস. এম. নূরুল আলম১
কাজী রফিকুল আলম১
খন্দকার সাখাওয়াত আলী২
অধ্যাপক মুহম্মদ আলী২
রুহুল আমিন২
নাফিসা আনোয়ার৩
ড. সৈয়দ সাদ আন্দালিব১
ড. মোহাম্মদ নিয়াজ আসাদউল্লাহ১
ড. মো: আসাদুজ্জামান১
ড. আনোয়ারা বেগম২,৪
ফাহমিদা বেগম২
অধ্যাপক আবদুল বায়েস১
রাশেদা কে. চৌধূরী১,৪
ড. আহমেদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী১,৪
ড. মো: ফজলুল করিম চৌধুরী১
ড. মাহবুব এলাহী চৌধুরী১
জীবন কুমার চৌধুরী২
হরিপদ দাশ২
সুব্রত এস ধর১
মিতুল দত্ত৩
ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন১
এস এ হাসান আল- ফারুক২
মো: ফসিউল্লাহ্২
জ্যোতি এফ. গমেজ১
শ্যামল কান্তি ঘোষ১
মো: আহসান হাবিব২
জাকী হাসান১
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক২
সামসে আরা হাসান১
কে. এম. এনামুল হক২,৩
ড. এম. সামছুল হক২
মো: আমির হোসেন১
মো: আলমগীর হোসেন২
প্রফেসর ড. সৈয়দ শাহাদাত হোসেন১
মো: আলতাফ হোসেন২
ইকবাল হোসেন২
মো: মোফাজ্জল হোসেন২
ড. এম. আনোয়ারুল হক১
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম১
ড. মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম১
অধ্যাপক মো: রিয়াজুল ইসলাম২
ড. শফিকুল ইসলাম২
রওশন জাহান১
ড. আহমেদ-আল-কবির১
মো: হুমায়ূন কবির১
জসিম উদ্দীন কবির ২
মো: আবুল কালাম২,৩
নুরুল ইসলাম খান২
ড. ফাহমিদা খাতুন, ১
অধ্যাপক মাহ্ফুজা খানম১
প্রফেসর ড. বরকত-ই-খুদা১
পাওয়ান কুচিতা১
ড. আবু হামিদ লতিফ১
তালাত মাহমুদ২
ইরাম মরিয়ম২
ইমরান মতিন২
ড. আহমদুল্যাহ মিয়া২
মোহাম্মদ মহসিন২
ড. মো: গোলাম মোস্তফা২
প্রফেসর ড. সিকদার মনোয়ার মোরশেদ (সৌরভ সিকদার)১
ড. মোস্তফা কে. মুজেরী১
ড. কে এ এস মুরশিদ১
ড. মুহাম্মদ মুসা১

রিফ্‌ফাত জাহান নাহরীন[৩]
সমীর রঞ্জন নাথ[২]
প্রফেসর ড. একেএম নূরুন নবী[১]
ব্রাদার লিও জেম্‌স পেরেরা[২]
মার্ক টেইলর পিয়ার্স[২]
মো: কামরুজ্জামান[২]
মোঃ আবদুর রফিক[২]
কাজী ফজলুর রহমান[১]
জওশন আরা রহমান[১]
ড. এম. এহছানুর রহমান[২]
আ. ন. স. হাবীবুর রহমান[২]
ম. হাবিবুর রহমান[২]
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান[১]
প্রফেসর ড. ছিদ্দিকুর রহমান[২]
এ. এন. রাশেদা[১]
তালেয়া রেহমান[১]
গৌতম রায়[২]
জিয়া-উস-সবুর[২]
জনি এম. সরকার[১]
শেখ শাহানা শিমু[৩]
অধ্যাপক রেহমান সোবহান[১]
সাবিরা সুলতানা[৩]
ড. নিতাই চন্দ্র সুত্রধর[১]
এম এইচ তানসেন[২]
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর[২]

---

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য

২. কর্মদল সদস্য

৩. প্রতিবেদন প্রণয়নকারী

৪. প্রতিবেদন পর্যালোচনাকারী